

# Ghising's term extended

New status to the DGHC is expected during tripartite talks

2-  
Reserve  
problem

Marcus Dam

**KOLKATA:** With the Centre yet to formalise Sixth Schedule status to the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), the West Bengal Government has extended by another six months Subash Ghising's term as caretaker-administrator of the council. His tenure was to have ended on Sunday.

Following an amendment to the DGHC Act, Mr. Ghising, the council's chairman, was appointed its caretaker-administrator till elections to the general council — whose mandate had expired in March — were held. It was expected that the polls would be held by the time Mr. Ghising's initial six-month term expired.

But that possibility was ruled out with Sixth Schedule status to

• Sixth Schedule status to the DGHC kept pending

• He was appointed to the post till elections to the DGHC's general council

NO-17/2019

the DGHC being kept pending.

Mr. Ghising, who is also chairman of the Gorkha National Liberation Front [GNLF], is reportedly not averse to polls, but wants them after the DGHC is brought under the Sixth Schedule. It was his previous objections to holding elections to the DGHC unless it was invested "with additional powers" that had forced the State Government earlier this year to amend the DGHC Act and appoint him caretaker-administrator.

The Sixth Schedule status to the DGHC is expected to be finalised during talks between the Centre,

the State Government and the GNLFF leadership in New Delhi. Mr. Ghising has sought an early date for a final "political-level" settlement of the matter.

The new status would also need the ratification of Parliament. The State is also keen to settle the issue so that the DGHC elections can be held.

The Centre is yet to announce a date for the talks.

Another issue — a fresh demarcation of the DGHC's jurisdiction — is also awaiting endorsement in the course of the proposed tripartite talks.

26 SEP 2005

THE HINDU

## কোচবিহারে আলফাকে সন্দেহ কেন্দ্রের

# প্রস্তুতিতেই উস্কাচ্ছে ফব, গলদ ছিল, অভিযোগ সরব পুলিশ সিপিএমের

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনার গলদের ফলেই এক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ ৩ জন পুলিশকর্মী এবং ২ জন 'গ্রেটার' সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ মহলে অভিযোগ উঠেছে। সংঘর্ষের আশঙ্কা সত্ত্বেও স্রেফ লাঠি নিয়ে পুলিশকর্মীদের উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে নামানো হয়েছিল চকচকায়। ইট-টিল ঠেকানোর মতো ঢালও কর্তব্যরত অফিসার-কর্মীদের অনেকেরই ছিল না। পরিণতিতে ইট-টিলের আঘাতে এক অফিসার-সহ ৩ পুলিশকর্মীকে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে মরতে হল বলে পুলিশকর্মীদের একটি মহলের অভিযোগ।

হাতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহার সফর যথারীতি বহাল রয়েছে। তাঁর সফরের আগে হাওড়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় সব অস্থায়ী ক্যাম্প থেকেই পুলিশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোচবিহারে। মঙ্গলবার রাতেই দার্জিলিং মেলে তড়িঘড়ি ১৫০ সশস্ত্র পুলিশকে কোচবিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনকে আলফা এবং কেএলও জঙ্গিরা মদত দিচ্ছে বলেই মনে করছে কেন্দ্র। পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ঘটনা খতিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তাদের ধারণা, এটি রীতিমতো পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা। গণ আন্দোলনের মোড়কে এই দুটি গোষ্ঠী উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের নতুন ফ্রন্ট খুলতে চাইছে।

কেন্দ্রের সন্দেহের তির মূলত আলফার দিকে। তাদের সঙ্গে কেএলও-র দীর্ঘদিনের যোগাযোগ হলে পুলিশি তৎপরতায় কেএলও কোণঠাসা হলেও নিশ্চিহ্ন নয়। আলফার পরেশ বরুয়ার সঙ্গে কেন্দ্রের সম্ভাব্য আলোচনার আগে সেই ক্ষয়িষ্ণু কেএলও-কে নিয়েই আলফা জঙ্গিরা উত্তরবঙ্গে নতুন ফ্রন্ট

খুলতে চায় বলে কেন্দ্রের ধারণা। মন্ত্রকের কর্তাদের কথায়, "জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এমন কৌশল অনেক সময়ই নিয়ে থাকে। বাংলাদেশ থেকে ঘাঁটি ওঠাতে হলে উত্তরবঙ্গে নতুন জায়গা করতে চায় আলফা। প্রয়োজনে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনকে সামনে রেখে।"

তবে মন্ত্রকের অফিসাররা স্বীকার করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ বা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা কেউই কোচবিহারের অবস্থা আন্দাজ করতে পারেননি। এক অফিসার বলেন, "গোপনে তথ্য সংগ্রহ করার নিরিখে দুই তরফই পুরো ব্যর্থ। সাধারণ ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের তরফে অতিরিক্ত তৎপরতা থাকে। তা সত্ত্বেও গ্রেটার কোচবিহার নিয়ে এত বড় প্রস্তুতি তাদের নজর এড়িয়ে গেল!" তবে কেন্দ্রের মতে অনশন-অবস্থানের কথা থাকলেও আন্দোলনকে রক্তক্ষয়ী করার পরিকল্পনা যে ছিল, পুলিশের উপর আক্রমণের ধরন থেকেই তা স্পষ্ট। মন্ত্রকের কর্তাদের বক্তব্য, "সাধারণত বড় দুষ্কৃতীরাও ঝট করে পুলিশ মারতে চায় না। এখানে দু'জন কনস্টেবল ছাড়াও অতিরিক্ত

এর পর আটের পাতায়

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা 'বৃহত্তর কোচবিহার'-এর দাবিতে আন্দোলনকারীদের উস্কে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন সি পি এম নেতৃত্ব। বৃহবার সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "আন্দোলনকারীদের উস্কে দিয়ে কোনও লাভ হবে না। বরং এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন।"

আলাদা কোচবিহার রাজ্যের দাবিতেই আন্দোলনে নেমেছে 'গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন'। এই আন্দোলনের আঁচ পেয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ মন্তব্য করেছেন। এই প্রেক্ষিতেই এ দিন শরিক দলের নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেন অনিলবাবু। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আজ, বৃহস্পতিবার বাস-ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে বামফ্রন্টের সভায় এই নিয়ে আলোচনাও হতে পারে বলে বিভিন্ন শরিক দলের নেতাদের ধারণা।

মহাকরণে কমলবাবু বলেন, "দু'বছর আগে থেকে আমি রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে বলে আসছি। কিন্তু সরকারের মধ্যে কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। পুলিশের গোয়েন্দাগিরি ব্যর্থ। ফলে পুলিশও সময়মতো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। জেলা প্রশাসন তো আমাকে গুরুত্ব দেয় না। ডি

এম, এস পি আমার সঙ্গে আলোচনা করেন না। ঠিকমতো সতর্ক হলে এত বড় ঘটনা ঘটত না।" একই অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন হাওড়ার সলপে এক সভায় তিনি বলেন, "রাজ্য সরকার সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা নিলে কোচবিহারে এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না।"

বিষয়টি নিয়ে কমলবাবু এ দিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী বৃজ্জদেব ভট্টাচার্যকে তাঁর বাড়িতে

ফোন করেন। মুখ্যমন্ত্রী তখন আসানসোলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। কমলবাবু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছেন, '২৪ সেশ্টেম্বর আমি কোচবিহার যাচ্ছি। সেখানেই আপনার সঙ্গে কথা বলব'।" আসনসোলে নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের ঘটনা নিয়ে একটি কথাও বলেননি।

কিন্তু সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি বলে কমলবাবু যে-অভিযোগ করেছেন, তাকে আমল দেননি অনিলবাবু। তাঁর মতে, প্রশাসন ও পার্টি সকলেই সতর্ক ছিল। অনিলবাবুর অভিযোগ, ২০০১ সালে বিধানসভার নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সি পি এমের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছিল। তার পিছনে কংগ্রেস, বি জে পি এবং তৃণমূলের মদত ছিল। এ বারেও তা-ই হচ্ছে। কারণ, আবার নির্বাচন আসছে। অনিলবাবুর সূরে বহরমপুরে একই অভিযোগ করেন সি পি এম নেতা শ্যামল চক্রবর্তী।

তাঁরা সতর্ক ছিলেন বলে জানালেও কোচবিহারের মানুষের একটা বড় অংশের মনোভাবের খবর যে 'আস্বস্ত্য' জেলা সি পি এম নেতৃত্বের কাছে পৌঁছয় না, মঙ্গলবার তা

এর পর আটের পাতায়





# 30,000 fast on the streets as cops come to terms with tragedy



NEELAM GHIMEERAY/HT

Cops give a gun salute to slain IPS officer Mustaq Ahmed in Siliguri on Wednesday. The body of Ahmed, killed in mob violence, was later flown to Kolkata.

## Cooch Behar cauldron boils over

**PRAMOD Giri**

Cooch Behar, September 21

NORTH BENGAL is on the boil. A day after the Greater Cooch Behar movement spiralled out of control, leading to the death of an additional SP, two other cops and two agitators, the town simmered with rage on Wednesday with 30,000 people — 20,000 of them filling a 4-km stretch of road — on an indefinite fast to force the creation of a Greater Cooch Behar.

The lynching of ASP Mustaq Ahmed on Tuesday, it was clear, had only been the eruption of old, bottled-up anger over neglect, brewing under the surface in these parts, which are not new to bouts of secessionist movements. The genesis of the latest

uprising dates back to September 9, 1998, when some sons of the soil, who had already conveyed to the Centre their demand for statehood, formed the Greater Cooch Behar People's Association (GCPA) and set a deadline — now elapsed — for creating a Greater Cooch Behar.

In its memorandums to the President, the Prime Minister, the home minister and the Leader of the Opposition, the association threatened to go for district-wise hunger strikes if its demand was not met. Though ignored, it was a potent threat, because unlike other Rajbansi outfits like Uttarkhand, KPP and Uter Banga Tapasili Jati Janjati Adivasi Sangathan, the GCPA en-

joyed mass support thanks to a widely shared perception of local history as one of long neglect.

The GCPA wants the Centre to honour the merger agreements signed between the Union of India and the then Cooch Behar King Jagaddipendra Narayan Bhup Bhadur in 1948 and 1949. Cooch Behar, then a princely state, was merged with India on November 26, 1949. The GCPA claims that post-merger, the Centre had recognised Cooch Behar as a C-category state.

GCPA convener Bhawesh Chandra Burman, who was leading the hungerstrike at Vetaguri, said, "We want the merger agreement to be honoured in its true spirit." He called the holding of

Assembly polls in Cooch Behar illegal. The GCPA also wants a separate caretaker ministry for administration of Cooch Behar.

This has obviously no takers in the Left Front. CPI(M) district leader Chandi Pal called the GCPA a secessionist party of moneylenders and former *jotdars* who had lost their land under Left rule. It was backed by Opposition parties, he said.

Forward Bloc minister Kamal Guha criticised both the Left Front and the movement. "Three lakh tea garden workers are starving. An administrative and political failure allowed the GCPA to mobilise so many people. The lynching indicates external forces at work, maybe the ISI," he said.

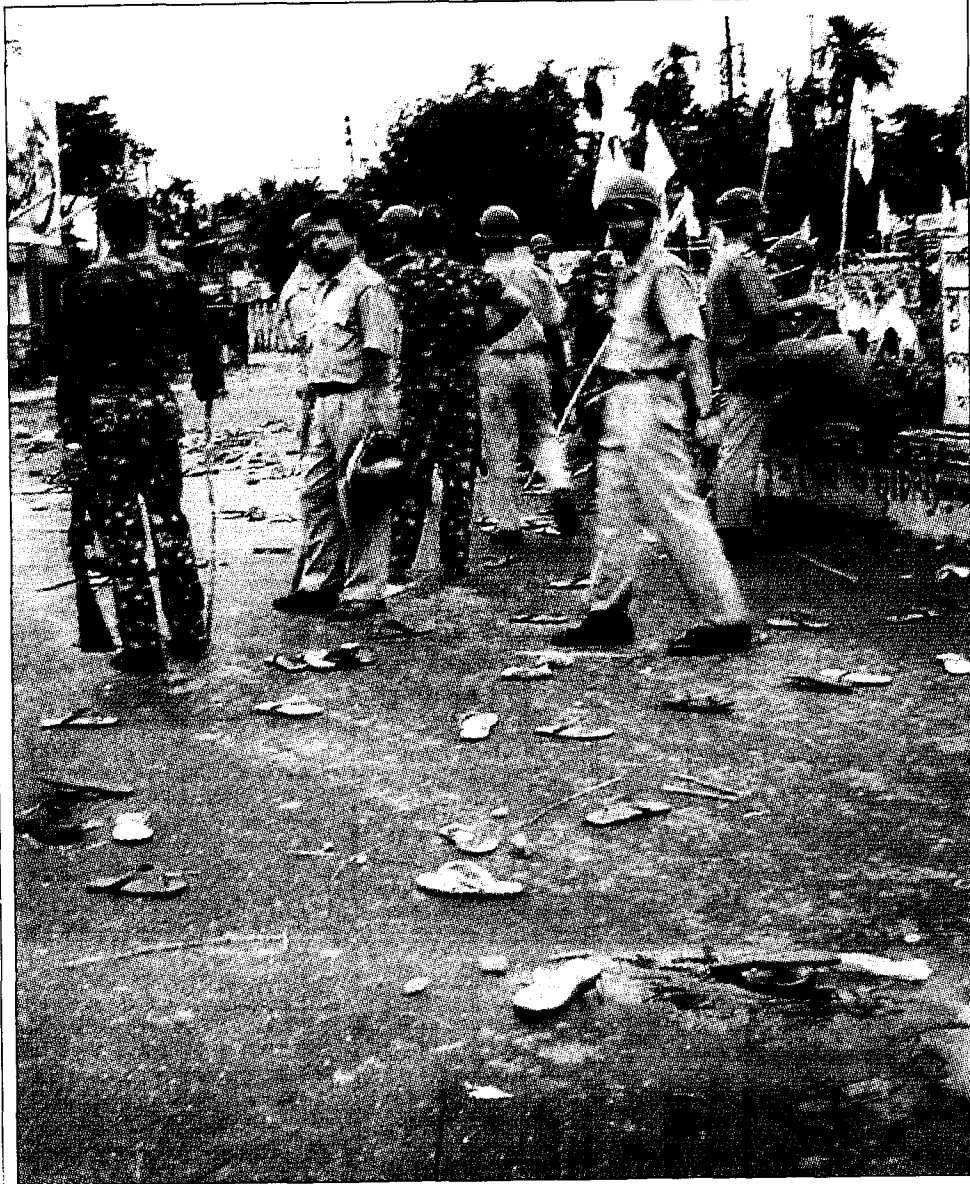
*Regional problem*  
H-1 279  
CPI(M) state secretary Anil Biswas hit back at Guha: "Instead of making such statements, leaders should try to contain agitations. Guha is the North Bengal Development Council's vice-chief. What has he done for the area?"

Against the movement's leaders, Guha said they were fooling people by promising that they would distribute the king's wealth among the masses. He said the property wasn't worth much.

IG (law and order) Raj Kanojia said the situation was under control with 650 arrests and the imposition of Section 144. He denied an intelligence failure, though only 800 cops had been sent to tackle a mob of 30,000.

See also Kolkata Live

# পৃথক রাজ্যের দাবিতে রক্তাক্ত কোচবিহার



খণ্ডবৃক্ষের পরে রক্তাক্ত খাগড়াবাড়ি মোড়। টহল দিচ্ছে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী। — পবিত্র দাস

## পুলিশের গুলিতে হত দুই, জনতার মারে মৃত্যু পুলিশকর্তা-সহ তিন জনের

সুমিতেশ ঘোষ ও  
অরিন্দম সাহা • কোচবিহার

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের তিন দিন আগে এ বার 'গ্রেটার কোচবিহার' রাজ্যের দাবিতে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল কোচবিহার। মঙ্গলবার সকালে কোচবিহার শহরের উপকণ্ঠে পৃথক রাজ্যের দাবিদার 'গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রায় ৩০ হাজার সমর্থক গণ অনশনে বসেন। তাঁদের হটাতে লাঠি চালিয়ে, কাঁদানে গ্যাস ছুড়েও পুলিশ বিকাল পর্যন্ত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারেনি। উল্টে পাল্টা আক্রমণের মুখে পড়ে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত পুলিশ গুলি চালালে ২ জন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়। কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহম্মদ মুস্তাককে ঘিরে ধরে বেধড়ক পেটায় জনতা। মুস্তাক তাঁর নাইন এমএম পিস্তলটি বার করারও সময় পাননি। রাতে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ৪৫ বছরের মুস্তাকের মৃত্যু হয়। ক্ষিপ্ত অনশনকারীদের প্রহারে ২ জন পুলিশ কনস্টেবলও প্রাণ হারান। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন মোট ৮ জন, লাঠির আঘাতে জখম ২০ মহিলা-সহ অন্তত ১২০ জন আন্দোলনকারী।

বেলা ৫টা থেকে দফায় দফায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে পুলিশ গুলি চালানোর পরে অনশনকারীরা কিছুটা পিছু হটেন। রাত ৮টা নাগাদ তাঁরা ফের কোচবিহার শহরে ঢোকান বিভিন্ন রাস্তায় অনশন শুরু করেছেন। গভীর রাত পর্যন্ত কোচবিহার জেলা পুলিশ-প্রশাসনের

সঙ্গে রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কথা হলেও কী ভাবে অবস্থা আয়ত্তে আনা যাবে, তা নিয়ে প্রশাসন অন্ধকারে। বস্ত্রত, সশস্ত্র কেএলও জঙ্গিদের মোকাবিলা করে পুলিশ কিছুটা সাফল্য পেলেও অনশনে বসা বিশাল জনতাকে কজা করার ব্যাপারে পুলিশ বিভ্রান্ত।

পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি, দুজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, একজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর-সহ অন্তত ২৫ জন সংঘর্ষে জখম হয়েছেন। উভয়পক্ষের আহতদের বিভিন্ন হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জনতার রোষে গুঁড়িয়ে যায় কোচবিহারের জেলাশাসকের গাড়ি। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে অধিকাংশ অনশনকারী পিছু হটলেও রাত পর্যন্ত পরিস্থিতি থমথমে। খাগড়াবাড়ি, চকচকা, ভেটাগুড়ি-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় রাস্তার উপরে অনশনকারীরা বসে রয়েছেন।

এ দিন সকালে গ্রেটার কোচবিহারের সমর্থকরা শহরে ঢোকান জেনা ভেটাগুড়ি, খাগড়াবাড়ি, চকচকা, মারুগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকায় জমায়েত হন। পুলিশ শহরে ঢোকান রাস্তায় ব্যারিকেড করে থাকায় আন্দোলনকারীরা ওই সমস্ত জায়গায় রাস্তার উপরে অনশনে বসে পড়েন। গোটা কোচবিহার অপরূক হয়ে পড়ে। জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় কথাবার্তা হলেও অনশনকারীরা সরতে রাজি হননি। বেলা ৩টে নাগাদ পুলিশ কয়েকটি এলাকায় লাঠি চালিয়ে

অনশনকারীদের তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে গোলমাল বাধে। চকচকা এলাকায় পুলিশের লাঠিতে মহিলা-সহ বহু সমর্থক জখম হলে ক্ষিপ্ত জনতা প্রথমে জেলাশাসকের গাড়ি ভেঙে দেয়। বৃষ্টির মতো ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। ইটের ঘায়ে আই জি-সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন। গুণ্ডাগোলের সময়েই গৌরচন্দ্র ধর (৪৭) ও যোগেশচন্দ্র সরকার (৪৮) নামে দুজন কনস্টেবলকে ঘিরে ফেলে উত্তেজিত জনতা পিটিয়ে মারে। ইতিমধ্যে খাগড়াবাড়ি এলাকায় পুলিশ গুলি চালায়। সেখানে দুজন অনশনকারী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। ৮ জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময়েই কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাক আহমেদও গুরুতর জখম হয়ে লুটিয়ে পড়েন।

উত্তরবঙ্গের আইজি কিষণলাল মিনা বলেন, "পুলিশ শান্তভাবেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিল। আচমকা গ্রেটার সমর্থকরা হামলা চালালে ২ পুলিশ মারা যান। বেশ কয়েকজন জখম হন। নিরুপায় হয়ে গুলি চালাতে হয়।" মহাকরণে রাজ্যপুলিশের আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) রাজ কানোজিয়া বলেন, "পুলিশ প্রথম থেকে সংযত ছিল। জনতা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। এক হোমগার্ড পাথরের আঘাতে মারা যান। তার পর তাঁর দুটি চোখ উপড়ে নেওয়া হয়। দু'জন মহিলা পুলিশ গুরুতর চোট পেয়েছেন।

এর পর সাতের পাতায়

• বাবাকে মারল কী করে প্রশ্ন ছেলের...পৃঃ ৭

# জনতার মারে মৃত্যু পুলিশকর্তা-সহ তিনু জনের

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারের জেলাশাসক রবীন্দ্র সিংহ জানান, পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় কোচবিহার শহর ও লাগোয়া এলাকায় ১৪৪ ধারার মেয়াদ আরও ২৪ ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ দিকে, ওই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছে কোচবিহার জেলার কংগ্রেস ও তৃণমূল। জেলা সিপিএম সম্পাদক চণ্ডী পালের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর সমাবেশ বানচাল করতেই গ্রেটারের সমর্থকরা পরিকল্পিতভাবে উসকানিমূলক কাজ করছে। কোচবিহারের গোলমালকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের কাজ বলে মন্তব্য করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। 'গ্রেটার কোচবিহার' আন্দোলনকে 'অর্থহীন দাবি' মন্তব্য করে তিনি বলেন, "বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্ম যারা করে, তারাই এমন কাজ করে।" অনিলবাবু জানান, মুখ্যমন্ত্রী বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য কোচবিহারে যাচ্ছেন এবং সেখানে সমাবেশ হবে। তাঁর কথায়, "জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করব।" তবে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান কমল গুহ কিন্তু আন্দোলনকারীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলেননি। বরং তিনি বলেন, "ওদের



মৃত্যুর আগে মুস্তাক। -নিজস্ব চিত্র

আধেগকে অস্বীকার করা যায় না। দু'বছর ধরে আমি প্রশাসন ও অন্য দলের নেতাদের এই ব্যাশারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি।" তিনি জানান, আজ, বুধবার বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের বৈঠক হবে। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার কমলবাবু কোচবিহার যাচ্ছেন। তিনি ফ্রন্টনেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের দলীয় জনসভায় আসছেন। তার আগে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে গণ অনশনের ডাক দেওয়া হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বংশীবদন বর্মণ বলেন, "আমাদের দাবি বিবেচনার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে বহুবার আবেদন করেছি। ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদনে সাড়া না-দিলে জেলাশাসকের অফিসের সামনে গণ অনশনের সিদ্ধান্তের কথা প্রশাসনকে আগাম জানিয়েছিলাম। ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন আমাদের বাধা দেয়। সমর্থকরা বাধা পেয়ে রাস্তার ধারে বসে পড়েন।" তাঁর অভিযোগ, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি ওলটপালট করে দেয়। তা সর্বেত তাঁরা তাঁদের দাবি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাবেন।

# Tripartite meet on Sixth Schedule may be cancelled

**Statesman News Service**

DARJEELING, Sept. 18. — The tripartite meeting in Delhi between the Centre, state government and the DGHC, supposed to take place this week, is most likely to be cancelled. State urban development minister, Mr Asok Bhattacharya, today scuttled all talks here about the prospective meeting by saying that there won't be any tripartite meeting on 20-21 September.

"It is for the Centre to decide on the dates," the minister told, while emphasising: "Our government has on its part been requesting for such a meeting as early as possible." The minister's acknowledgement comes even as the hills are in anticipation over the tripartite meeting following GNLFC president and DGHC caretaker-cum-administrator, Mr Subash Ghisingh's recent statements. Mr Ghisingh last week announced that the tripartite meeting at

<sup>19/9</sup> "bureaucratic level" would take place in Delhi on 20-21 September. The following day, 22 September, Mr Ghisingh claimed a "political settlement" would be reached towards including Darjeeling hills in the Sixth Schedule. Notably, raising public expectations, second-rung GNLFC leaders have also been declaring in their speeches that on 22 September "Sixth Schedule would be achieved." The minister's statements today indicates at some temporary set back.

The government has agreed to include Darjeeling hills in the Sixth Schedule of the Constitution, provided the Centre has no objections. Mr Madan Tamang, chairman, People's Democratic Front, was unaware about the new development, but he said the Opposition had pushed Mr Ghisingh on the back foot on the Sixth Schedule issue. The Opposition has been questioning the validity of the proposed Sixth Schedule saying that it would be amended beyond recognition.

19 SEP 2005

THE STATESMAN

# Ghisingh has his way

State panders to his whims again

No one can argue that the fiasco over elections to the Darjeeling Gorkha Hill Council was unexpected. Subash Ghisingh virtually blackmailed the Left Front government into making him the sole caretaker chairman after the council's term expired in March. He used a variety of tactics to stall the electoral process — like demanding that Siliguri be included in the purview of the Hill Council — while the chief minister made frantic efforts to make him see reason. The extension was granted on the understanding that his other demands would be sorted out by September. Now with D-Day having arrived Ghisingh has conjured up another obstacle: he would like the Darjeeling hills to be included in the Sixth Schedule and the word "tribal" included in the Hill Council's name. All this requires a constitutional amendment that would delay the electoral process. Ghisingh claims that he is not averse to polls if these formalities are completed — knowing what the hurdles are.

The conclusion to be drawn is that Ghisingh is not inclined to face the electorate. This is surprising since the anti-GNLF coalitions have been a non-starter. The real fear could be the popular discontent. Hundreds of crores of development funds have not helped improve civic amenities. On the contrary, the GNLF-controlled municipality has allowed random constructions often on hill slopes — at grave risk to the soil. Public sentiment against the ruling dispensation is reinforced by divisions within the GNLF. If these are the main reasons for Ghisingh's reservations about elections, the state government cannot afford to surrender to his whims. There was a point of time when the chief minister adopted a tough line. Now he has more important problems on his plate and the assembly election next year makes it imperative to ensure peace. The question is whether Ghisingh can be allowed to ride roughshod over all the rules of the game.

17 SEP 1995

1995 SEP 17 10:51 AM



# GNLF cocks a snook at the law, holds rally

HT Correspondent  
Darjeeling, September 16

A SHATTERED administration watched helplessly as the Gorkha National Liberation Front (GNLF) unit of the Tukvar Singamari constituency virtually took over Darjeeling on Friday.

The district authorities had denied the GNLF the permission to hold a rally, as it had already cleared one that was to be held by the People's Democratic Front (PDF). But the GNLF brazenly informed the administration that it would go ahead irrespective of whether permission had been granted or not. To avoid confrontation, the PDF decided to postpone their public meeting.

From early morning, GNLF supporters thronged Darjeeling and assembled at Chowrasta. Shops downed shutters and schools and offices remained closed as uncertainty gripped the air. At around 10 am, a mammoth procession weaved its way through the town with the marchers waving hundreds of party flags, holding aloft placards and shouting anti-PDF and pro-Ghisingh slogans.

The procession grew bigger at every bend with bands of GNLF activists joining it as it passed through various localities before stopping at the Chowk Bazar, where effigies of Madan Tamang and D.K. Pradhan, both PDF leaders, were burnt amidst chants of "Ram Nam Satya Hai". Before being burnt, however, the effigies were repeatedly stabbed with *khukhris* by men and slashed with sickles by women.

Barring scenes of GNLF volunteers flexing their muscle, the town wore a deserted look even though the air remained charged. Most of the town people stayed indoors or within the confines of their neighbourhood, avoiding the Chowk Bazaar and chances of landing in trouble. Though the sub-divisional officer (SDO), Darjeeling, along with a few deputy magistrates were present at the Chowk Bazar, policemen were conspicuous by their absence. Except for a handful of them wielding sticks and a few assistant sub-inspectors, the police top brass was nowhere to be seen.

"Today's is a historic victory for us. Every time the PDF plans to hold a meeting, we will come to the town to prevent it. However, the next time we will come armed with *khukhris*. If the adminis-



Subash Ghisingh

tration wants peace, they should never give permission in future to the PDF to hold meetings. Madan Tamang should not be allowed to stay in the Darjeeling Hills," warned a virulent Bimal Gurung, GNLF leader from the Singamari Tukvar constituency.

"We hadn't given permission for the rally and had even requested the GNLF to change their route. But they did not agree. I had told them that if the rally were to be challenged, it would be treated as illegal. With the PDF meeting being postponed and no one challenging the GNLF rally, we could not stop it," admitted Jyotishman Chatterjee, Darjeeling SDO. When asked why a police bandobast was completely missing, the SDO said that he was not consulted regarding the police arrangements.

Even after the show of strength was officially over, GNLF supporters stayed on in the town till around 3:30 pm to thwart even the remotest possibility of the PDF holding a meeting after they left.

The GNLF brigade began to disperse in the evening and, as they did, people began to emerge from their homes, as did the town policemen. But shops remained closed. The GNLF held a similar rally at Jorebunglow, 8 km from Darjeeling, where the marchers walked from the Ghoom railway station to the Batasia Loop.

# প্রশাসকের পদে ছ'মাস মেয়াদ বাড়ছে ঘিসিংয়ের

স্টাফ রিপোর্টার: দার্জিলিং গোখা পার্বত্য পরিষদের তদারকি প্রশাসক হিসাবে সুবাস ঘিসিংয়ের মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়ানো হচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বর তদারকি প্রশাসক হিসাবে ঘিসিংয়ের প্রথম ছ'মাসের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে প্রশাসক হিসাবে ঘিসিংকে নিয়োগের সময় ভাবা হয়েছিল, সেপ্টেম্বরেই পাহাড়ে ভোট করা হবে। কিন্তু ঘিসিং রাজি না-হওয়ায় এ ব্যাপারে নির্বাচন করতে ব্যর্থ হল সরকার। বাধ্য হয়েই তদারকি-প্রশাসকের মেয়াদ ছ'মাস বাড়তে হচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বরের আগেই রাজ্য সরকার এই মর্মে একটি প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করবে।

এ দিকে, পার্বত্য পরিষদকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার যে-দাবি নিয়ে ঘিসিং সরব, সেই বিষয়ে রাজ্যের যে কোনও আপত্তি নেই, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আগেই তা ঘোষণা করেছেন। এখন ঘিসিং চান রাজ্যকে নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে। জি এন এল এফ-প্রধান ওই বৈঠকের দিনক্ষণ স্থির করার জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানিয়ে গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বুধবার ওই চিঠির কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, “২০-২১ সেপ্টেম্বর নাগাদ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য ঘিসিং আমাকে অনুরোধ করেছেন। স্বরাষ্ট্রসচিবকে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতে বলেছি।”

মহাকরণের খবর, ওই বৈঠকের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর

সচিবালয় থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি চিঠিও দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহেই সম্ভবত বৈঠক হবে দিল্লিতে।

ওই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ঘিসিং যেমন ষষ্ঠ তফসিল নিয়ে সরব হবেন, তেমনই রাজ্য সরকার পাহাড়ে নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে দর কষাকষি করবে। দেড় বছর ধরে পাহাড়ে ভোট নিয়ে ঘিসিংয়ের সঙ্গে সংঘাত এড়াতেই দফায় দফায় নির্বাচন পিছোতে বাধ্য হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার। প্রথম দফায় পরিষদের মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর পরে গত মার্চে ছ'মাসের জন্য ঘিসিংকে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। আশা করা হয়েছিল, এর মধ্যে ঘিসিংকে নির্বাচনে রাজি করাতে পারবেন বুদ্ধবাবু। কিন্তু ষষ্ঠ তফসিলের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে ঘিসিং নির্বাচনে রাজি নন।

আরও কিছু মৌজা পরিষদের আওতায় আনার দাবিতেও সরব হয়েছেন ঘিসিং। প্রস্তাবিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ঘিসিং নতুন এলাকার ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাব পেশ করবেন। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারও একটি তালিকা তৈরি করেছে। সেই তালিকায় ১৪ থেকে ১৬টি নতুন মৌজা পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হবে। রাজ্যের পূর্ব-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, “নির্বাচনের ব্যাপারে ঘিসিংকে রাজি করাতে হবে।” তবে আপাতত তদারকি-প্রশাসকের মেয়াদ বাড়ানো ছাড়া যে সরকারের আর কোনও উপায় নেই, তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

# GNLF declares poster war on Ghisingh-baiters

HT Correspondent  
Darjeeling, August 5

THE GORKHA National Woman's Front (GNWF), a frontal wing of the GNLF, has put up posters all over Darjeeling town threatening violence against opposition parties.

The posters accuse the People's Democratic Front (PDF) of trying to gain mileage in issues raised by the GNLF, including the 'alternative to council', Gorkhaland agitation, and the demand for Darjeeling's inclusion in the Sixth Schedule of the Constitution. The posters say the PDF is posing as the Tiger of the Gorkha cause and warns of "untoward" incidents, if the PDF leaders refused to stop making the claims they were making in their political campaigns.

One set of posters alleged that Madan Tamang, chief of the All India Gorkha League and PDF leader, had accepted bribes to help suppressed the Bhattacharjee Commission report. The commission had been instituted by the West Bengal government on the September 18, 1981, to probe a case of police firing at the Chowk Bazar on September 7 that year, in which two students had died.

Trouble had broken out that day following altercation between supporters of the Democratic Youth Federation of India (DYFI) and the Pranta Parishad at the Chowk Bazaar, as both the organisations had been given permission to hold public meet-



Subash Ghisingh

ings at the same venue.

As the scuffle turned ugly, police first resorted to lobbing tear gas shells and a lathi-charge and finally opened fire to disperse the warring groups. Madan Tamang was then a leader of the Pranta Parishad leader and Asok Bhattacharjee, presently the minister for urban development, a DYFI leader.

The report of the enquiry commission was never made public, and the GNLF women's wing has accused Tamang of having connived with the CPI(M) in hushing up the report. The posters allege that Tamang had been bribed. The GNWF has said in the posters that they were prepared to go into "violent confrontation" with Tamang and his party to fight for the interests of GNLF chief Subash Ghisingh.

# THE GHISINGH ENIGMA

576 48  
Best Bet For Indian Interests

By AMIYA K SAMANTA

Having succeeded in getting the election to the Darjeeling Gorkha Hill Council deferred more or less indefinitely, Subash Ghisingh has now raised two issues. One, the DGHC should be constituted according to the Sixth Schedule of the Constitution; and, two, Siliguri subdivision and the Dooars should be added to the DGHC. In 1987-88, in a letter to the then Home Minister Buta Singh, raised these two issues. The third was that the name Gorkha should be added to the name of the proposed Council as otherwise, "it does not carry the Indian identity of the Gorkhas of India".

Ghisingh wanted the council under the Sixth Schedule since that was the only constitutional provision for an autonomous region. He wanted extra territory because the state government's offer was, in Ghisingh's words, "disdainful, damaging and contemptible offering" and that "will directly hurt the sentiment of the Gorkhas... There are adivasis in the Dooars who should also be included as being adivasis they would be willing to join the Council".

## Not new

As a matter of fact, Ghisingh was not asking for something strikingly new. The Communist Party of India in its representation before the Constituent Assembly (1946) asked for separate "Gorkhasthan" by merging "three contiguous territories of Darjeeling district, southern Sikkim and Nepal". But except for the inclusion of the term "Gorkha" with the name of the Council, the other two demands were rejected.

Some bureaucrats and politicians at the Centre, however, supported Ghisingh's claims at the time. They failed to appreciate that economic viability was not a relevant factor when the administrative area was being carved out for ethnic consolidation.

Economic viability may be a concern for a newly created independent state, but such viability for a State or an autonomous unit in a federal system could not be a necessary pre-condition. Many states in India are not economically viable. Besides, incorporation of Siliguri and Dooars might lead to other serious problems of administrative management, heightened ethnic conflict migration.

*The author is a former member of the Rabindra Bhavan management committee and former Director-General of Police, West Bengal.*

The inclusion of Darjeeling in the Sixth Schedule will necessitate amendment of the Constitution as the schedule is meant for "administration of tribal areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram" under the

Ghisingh had to fret, fume and hold out threats to extract just and not-so-just powers and concessions for the autonomous Council. He had to cleverly circumvent the traps set for making the Council infructuous and in-



overall supervision of the respective Governors. Introduction of the Sixth Schedule outside the north-east might open a Pandora's box, as many small ethnic groups would be inspired to ask for autonomous status under the Sixth Schedule. The issues were hotly debated, but were not eventually conceded by the Union government.

Ghisingh, who was threatening to call a 40-day bandh if his demands were not met, would have certainly called off the bandh, and he gave enough indication to that effect, had he been firmly told to do so by New Delhi. But unfortunately he was allowed to impose from 10 February, 1988 one of the bloodiest and longest bandhs in Darjeeling's history. The players of the game, with blood dripping from their hands, eventually realised that communal hatred had been slowly darkening the minds of all, including Gorkha members of the security forces, and such a state of things was fraught with serious consequences.

## Extracting concessions

In the end, the chief minister condescended to transfer 13 bordering Nepali-dominated moujas and to add "Gorkha" to the name of the Hill Council. It will not be an autonomous council under the Sixth Schedule but will be bestowed with the same degree of autonomy by a State act. The agreement was signed on 25 August, 1988. The DGHC came into existence. But the battle was not over. During the next decade,

congruous as an agency for fulfilling the aspirations of the Gorkhas. As if to give vent to his frustration, Ghisingh traversed the alleys and crevices of history to astutely raise a plethora of issues, much to the discomfiture of the government. He wanted inclusion of Gorkhali instead of Nepali language in the Eighth Schedule of the Constitution on the ground that Nepali was a foreign language while Gorkhali was an Indian one, though both the languages were one and the same.

Kalimpong and the Dooars have been taken on lease from the Bhutan government on lease way back in 1965. To prevent Bhutan from resuming the territories, he said India should incorporate them in the Constitution. Ghisingh apprehended that Nepal was preparing to launch a Greater Nepal movement to get back the territories surrendered by the Treaty of Segauli (1815). So India should clarify the legal status of such territories. Darjeeling is a "ceded territory" and as such it is not part of India, but a no man's land. So it cannot send representatives to the Assembly. He asked three GNLF members in the state assembly to resign.

Soon after the UPA government assumed office in New Delhi and some of his old friends came to occupy positions of power, Ghisingh got into a confrontation mode. But the wily hill leader has realised that with a weak government at the Centre and an accommodating and pragmatic chief minister in the state,

he has no chance of a re-run of the gory scenes of 1987-88. Why, then, has he threatened to call the longest bandh if his wishes are not fulfilled? Is it only to defer the election for fear of suffering a humiliating defeat or for diverting the attention from his alleged misuse of funds or lack of development in the hills? Or is he only testing the political waters by raising the bogey of violence?

In Kolkata, after his recent meeting with the chief minister who agreed to cede more bordering villages if the Gorkhas are in a majority, Ghisingh expressed satisfaction and stated that the Council election would be held on time. But on reaching Siliguri he announced that the talk was a mere exchange of pleasantries and the decision on election would be taken only in Delhi. Does that mean that he only recognises Delhi and not Kolkata?

## Competing bodies

His opponents forced the gram panchayats on him on the plea of constitutional obligation; but the real intention was to weaken Ghisingh by creating two competing bodies for development in the same area. There was also a hope that the opponents might succeed in capturing the panchayats. But Ghisingh's independent candidates routed the opponents. There is no reason to believe that he will not repeat the same performance if the election is held in the near future.

It remains true that Ghisingh is by far the best bet for Indian interests in a volatile region. His party had encountered partisan violence during 1987-88, and yet he had not shunned the path of negotiation and constitutionalism. The state government's pressure on the government of India for getting him arrested as an anti-national for his rather innocuous letter to the King of Nepal written in 1985 was ignored in the light of this assessment. Being an ethnic leader himself he has not aggravated ethnic or communal hatred in course of the struggle nor has he created instability by taking to terrorism, though the area is not only strategically suited but is located in the heart of the terrorist infested region. It would have been an easy option for him.

It is doubtful how far other small-time hill leaders, projected as an alternative to Ghisingh, will succeed in resisting the temptation of opting for such methods in trying situations.

# ১৫ই নিজস্ব পোশাক পরতে হবে পাহাড়ীদের, ঘিসিংয়ের নির্দেশ

কিশোর সাহা • দার্জিলিং

এ বার পাহাড়বাসীকে পরিচ্ছদের ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া শুরু করলেন সুবাস ঘিসিং। আগামী ১৫ অগস্ট দার্জিলিঙের সেন্ট জোশেফ কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সরকারি অনুষ্ঠান হবে। সেখানে পাহাড়বাসীকে 'জনজাতির বৈশিষ্ট্যসূচক' পোশাক পরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ঘিসিং। সম্প্রতি দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে ঘিসিং তাঁদের জানান, তাঁর নির্দেশ যেন অগ্রহা করা না হয়। দলের সুপ্রিমোর ওই নির্দেশের পরে জিএনএলএফই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।

নেপালিদের নিজস্ব পোশাক থাকলেও তার মাধ্যমে জনজাতির বৈশিষ্ট্য বোঝানো কঠিন। তবে ষষ্ঠ তফসিলের দাবি ওঠার পরে ঘিসিংয়ের মিটিং-মিছিলে ঘিসিং অনুগামীদের অনেককেই নেপালিদের নিজস্ব পোশাকের পাশাপাশি, মাথায় পাখির পালক, কোমরে পাতার মালা ঝুলিয়ে

রাখতে দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ঘিসিং তেমন বৈশিষ্ট্য পোশাকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কি না তা নিয়েই পাহাড়ে চলছে জল্পনা।

বাঙালি পুরুষ-মহিলাদের পোশাক বলতে যেমন বোঝায় ধুতি-পাঞ্জাবি, তেমনই দার্জিলিঙের নেপালিরা নিজস্ব পোশাক বলতে সাধারণত বোঝেন 'তৌড়া-সুরুয়াল' এবং 'চোলো' ও 'গুনিউ'। নেপালি পুরুষেরা চোস্ত-পাঞ্জাবির আদলে যে পোশাক পড়েন তাকেই বলা হয় তৌড়া-সুরুয়াল। কোমরে 'খুকরি' গোঁজাও ঐতিহ্যের মধ্যেই পড়ে। নেপালি মহিলাদের নিজস্ব পোশাক বলতে বোঝানো হয় চোলো ও গুনিউকে। উর্ধ্বাঙ্গে থাকে চোলো। তার উপরে শাড়ির আদলে যে কাপড় জড়ানো তাকে বলা হয় গুনিউ।

একসময়ে ওই পোশাকের চল থাকলেও ইদানীং পাহাড়বাসী পুরুষ ও মহিলারা অধিকাংশই মূলত স্যুট, বুট, কোট, টাই কিংবা জিন্স, জ্যাকেট, পড়তেই অভ্যস্ত। ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি টুপি মাথায় দিয়ে কোমরে খুকরি গুঁজে

চলাফেরা করতে অভ্যস্ত পাহাড়বাসীর সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক কম। সেই কারণেই দলের শীর্ষ নেতা তথা পরিষদের কেয়ারটেকার চেয়ারম্যানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে যাতে পালিত হয়, সে দিকে নজর রাখতে কার্যত হিমশিম খাচ্ছেন জি এন এল এফের স্থানীয় নেতাদের অনেকেই।

দলের দার্জিলিং শাখার সভাপতি দীপক গুরুং অবশ্য মনে করেন, ওই নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে পাহাড়বাসীর তরফে কোনও আপত্তি থাকবে না। কেননা, পাহাড়ের নেপালিদের প্রত্যেকের ঘরেই নিজস্ব পোশাক রয়েছে। দীপকবাবু বলেন, "আমাদের যা ঐতিহ্য সেটা মেনেই স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পোশাক পরে আসায় কারও কোনও আপত্তির কথা আমরা অন্তত শুনিনি।"

জি এন এল এফের প্রথম সারির নেতারা স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে জনজাতির বৈশিষ্ট্যসূচক পোশাক পরেন কি না সেটাই দেখতে চান পাহাড়বাসী।

01 AUG 2005 ANADABAZAR PATRIKA

# Ghisingh volte-face raises opposition hackles

*9. February 1988*

**HT Correspondent**  
Darjeeling, August 1

**WHILE TRYING** to curry favour with the state and the Centre by agreeing to accept whatever is given to him, Subash Ghisingh has once again rubbed the opposition alliance in the Hills on the wrong side.

Assuring the two governments that the GNLF would abstain from agitation over its demands, the maverick Gorkha leader on Sunday made it clear that he would accept whatever was handed down in the Sixth Schedule. "If we don't get justice, what can we do? Unleashing an agitation is easy, but if we do that many innocent people will lose their lives. We have to act with brains, not muscle power. Bargaining with the state and the Centre is a waste of time. Hence,

I will accept whatever they give us and sign under protest," the GNLF chief in his speech. But this sudden mellowed tone of the fiery leader hasn't gone down well with the opposition People's Democratic Alliance. The PDF dubbed Ghisingh's softened stance as another strategy to deceive the Hill people.

After a meeting of the PDF's core committee in Darjeeling on Monday, Madan Tamang, chairman of the opposition alliance, said that Ghisingh's claim that no other party other than the GNLF could raise a demand for a separate state was baseless. "It is just the other way round. Neither Ghisingh nor his GNLF has the political or moral right to demand Gorkhaland, as they signed the DGHC Accord in 1988, which clearly states that they accept the DGHC by dropping the demand for a

separate state," Tamang contended, adding that the GNLF also did not have the right to demand an autonomy. "The DGHC Act states that it's provisions are under the State Act, which negates autonomy. But the PDF has every right to demand a separate state and an autonomous status at that, as the parties in the alliance were not signatories to the DGHC Act."

The PDF reiterated that there were virtually no talks on incorporating the entire Darjeeling district in the Sixth Schedule and both the state government and Ghisingh were taking the Hill people for a ride. "They are hoodwinking us. It (Schedule Six demand) is just a tool for Ghisingh to gain political mileage before the next DGHC elections, as the GNLF is facing political bankruptcy. If they (state and GNLF)

are serious about the Sixth Schedule, where is the draft proposal? What has the government done to woo the 360 MPs required for the amendment of the Constitution?" Tamang asked.

D.K. Pradhan, an MLA from Darjeeling, said: "There is a business advisory committee in Parliament through which all Bills are routed. We have not heard of any Sixth Schedule Bill being processed. Ghisingh's speech was a clear pointer that the state-GNLF deal is complete and that the Hill people should give up hope of getting anything worthwhile. The GNLF has failed miserably to live up to its promises."

Raising questions on how the Centre could grant Ghisingh's demand, R.B. Rai, a senior PDF leader, said: "The UPA government does not have a two-third majority. It's Parliament mem-

bers who count at this point. Ghisingh should have concentrated on wooing MPs rather than holding meetings."

The PDF has decided to hold public meetings in Sukhia, Bijanbari, Mirik, Pokhriabong, Rimbick, Sukna, Pedong, Jaldhaka, Gorubathan and Mongpu starting from August 5 to make people aware of Ghisingh's "political tricks".

## CK Pradhan murder probe

The PDF has demanded security cover for Tshering Sherpa, GNLF leader and former DGHC councillor from Gidabey Sinji, and Sebastian Lepcha, an accused in the C.K. Pradhan murder case, during CBI interrogation. The opposition alliance said since the duo was likely to name some political bigwigs, their lives were at stake.

9 AUG 1988 THE HINDUSTAN TIMES

# GNLF raps CPM over Kamtapuris

*Regional Problem, 79/7*

## Says KPP being pitted against Ghisingh

**HT Correspondents**  
Siliguri/ Darjeeling, July 28

*HT. Kolkata-21*

WITH TIME drawing near for the next round of tripartite talks in Delhi to discuss Subash Ghisingh's demand for the incorporation of more areas in the DGHC and the Sixth Schedule, the Gorkha National Liberation Front (GNLF) has alleged that the CPI(M) is using the Kamtapur Progressive Party (KPP) to scuttle Ghisingh's demand and creating communal disharmony.

I.N. Pradhan, senior GNLF leader and the former executive councillor of the DGHC, and Santa Chettri, GNLF MLA from Kurseong, have accused state urban development minister Asok Bhattacharya of using Atul Roy, KPP leader, to counter the suggestion of including the Siliguri sub-division in the DGHC and the proposed Sixth Schedule.

The two GNLF leaders have publicly said that Asok Bhattacharya was using the KPP to oppose the GNLF's demand. Both I.N. Pradhan and Santa Chettri said such a move would lead to a breach of peace in the Siliguri sub-division, where people belonging to all communities were living in harmony. They said Bhattacharya, fearing he would lose his grip over Siliguri, was using Roy as a tool to oppose the GNLF's plea.

The Atul Roy faction of the KPP has already opposed the GNLF demand and mooted the idea of a Dooars Jharkhand Development Autonomous Council. He has also threatened to launch a movement, if the state government takes a decision in the GNLF's favour. The GNLF leaders have also criticised state housing minister Gautam Deb for his remarks on Tuesday on GNLF chief Subash Ghisingh's alleged

"misrule" in the Hills. Deb had said this while laying the foundation stone of a waterworks near Siliguri. Pradhan accused Deb on Thursday of having misused a government sponsored programme and trying to create, together with Asok Bhattacharya, communal disturbances. He also said that both the CPI(M) leaders had made a host of false promises to woo the people in the Nepali-dominated areas.

Meanwhile, Nepalis in the Dooars appear to be divided on the inclusion of the Dooars in the DGHC. While one section feels the demand is just another section seems convinced that the GNLF has demanded the Dooars solely with the intention of using it as bargaining lever to get Siliguri.

Meanwhile, the Dooars Tribal Action Committee, formed at Ghisingh's behest to campaign for the inclusion of the Dooars in the DGHC observed Martyrs' Day on Wednesday at Pattharjhora under Malbazar Police Station in the Jalpaiguri district. This was the first time Martyrs' Day was observed in the Dooars in memory of those killed in the GNLF's Gorkhaland agitation. Mani Kumar Lama convenor of the committee told *HT* that the time had come for the people of the Dooars to open their eyes and support Ghisingh's demand.

Elsewhere, in the Hills, Dawa Pakrin, the GNLF

Kalimpong president, picked up a lot of applause on Martyrs' Day from the opposition for saying that those who had died fighting for Gorkhaland had not sacrificed their lives for the Sixth Schedule but for the creation of a separate state. "If the state government thinks that they will get away without including the Dooars and Siliguri, they are wrong. We will revive the agitation for a separate state, if our demands are not met," said Pakhrin.



**Ashok Bhattacharya (top)  
and Atul Roy (above)**

## সুবাস যিসিংয়ের দাবি আঁচাইলে...

সুবাস যিসিংয়ের সহিত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আলোচনা আপাতদৃষ্টিতে ফলপ্রসূ হইয়াছে। যিসিংয়ের দাবি ছিল গোর্খা পরিষদের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের অন্তর্ভুক্তি। এই দাবি যে রাজ্য পুরোপুরি মানিবে না, তাহা যিসিং বিলক্ষণ জানিতেন। কেননা শিলিগুড়ি মহকুমা বা শিলিগুড়ি পুরসভার এলাকা গোর্খাপ্রধান নয়, ডুয়ার্স তো নয়ই। তবু যে যিসিং এই সব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলিয়াছিলেন, তাহার কারণ ইহাই দরকষাকষির নিয়ম। যিসিংও তাহা জানিয়াই দাবিগুলি তুলিয়াছিলেন। অনুগামী-সমর্থকদের তাঁহাকে দেখাইতে হইত, তাঁহাদের জন্য তিনি সরকারের কাছ হইতে কী সুবিধা আদায় করিতে পারিয়াছেন। তা ছাড়া, বর্তমান পার্বত্য পরিষদের সংলগ্ন গোর্খা-অধ্যুষিত কিছু এলাকা জি এন এল এফের প্রাপ্যও ছিল। ১৯৮৮-র চুক্তির সময়েই এ ধরনের ১৪টি মৌজা পরিষদকে দিবার চুক্তি হইলেও শেষ পর্যন্ত সেগুলি আর হস্তান্তরিত হয় নাই। দরকষাকষির সময় মুখ্যমন্ত্রী যদি যিসিংকে ওই মৌজাগুলির অধিকার ছাড়িতে সন্মত হইয়া থাকেন, তবে বিরাট কোনও ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। অথচ যিসিং ইহাতেই খুশি।

তাঁহার খুশির সূত্রেই পরিষদে নির্বাচনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এই নির্বাচন স্থগিত হইতে-হইতে আগামী সেপ্টেম্বরে ঠেকিয়াছে। কিন্তু যিসিং যে ভাবে বকেয়া দাবি পূরণ না হইলে নির্বাচন বানচালের হুমকি দিতেছিলেন, তাহাতে ভোট ফের অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছিল। পার্বত্য দার্জিলিংকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি কেন্দ্র মানিবার পরও পরিষদের সীমানা সম্প্রসারণের দাবিতে যিসিং ভোট বানচালের হুমকি দিয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সহিত কথায় সেই মেঘ কিছুটা অপসারিত। ডুয়ার্সের কিছু মৌজা হস্তান্তরে রাজি হইলেও সমগ্র ডুয়ার্স লইয়া মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি সঙ্গত। কেননা এই অঞ্চলে কেবল গোর্খা নয়, রাজবংশী এবং চা-বাগানের অভিবাসী শ্রমিক ছাড়াও বিভিন্ন খণ্ডজাতির বাস। ইতিমধ্যেই রাজবংশীরা যিসিংয়ের দাবি লইয়া আপত্তি তুলিয়াছেন। ডুয়ার্স লইয়া যিসিং বেশি জেদ ধরিলে ভবিষ্যতে শাসক দল সি পি আই এমের পক্ষে রাজবংশীদের জি এন এল এফ-বিরোধী অবস্থানে সমাবেশিত করা খুব কঠিন হইবে না। এ ক্ষেত্রেও রাজবংশীদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া তোলার বিপদ আছে, কামতাপুরি আন্দোলন মোকাবিলার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে যে-পথে শাসক দল বেশি দূর হাঁটিবে না।

ইহার অর্থ কি এই যে পার্বত্য দার্জিলিঙের সমস্যা মিটিয়া গেল? সুবাস যিসিংকে যাঁহারা চেনেন, তাঁহারা অত আশাবাদী হইবেন না। এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিশ্চয় জানেন, একের পর এক দাবি তুলিয়া রাজনৈতিক আবহ গরম রাখার কৌশল যিসিংয়ের করায়ত্ত। তাঁহার জনপ্রিয়তা যত কমিতেছে, পার্বত্য পরিষদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ যত বাড়িতেছে, ততই এ কৌশল তাঁহার পক্ষে জরুরি হইয়া উঠিতেছে। ইতিপূর্বে তিনি দার্জিলিং জেলাকে বাংলাদেশ, সিকিম, এমনকী নেপালের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তুলিয়াছেন। নির্বাচন বানচাল করাই থাকিয়াছে এই সব উদ্ভট দাবির নিহিত উদ্দেশ্য। কারণ নির্বাচনে নিজের জয় সম্পর্কে তিনি সন্দিহান। তিনি যখন মনে করিবেন, ষষ্ঠ তফসিল, ডুয়ার্সের গোর্খা-অধ্যুষিত মৌজা ইত্যাদি পার্বত্য পরিষদের জন্য 'জয়' করিবার ফলে ভোটাররা তাঁহার শাসনকালের ব্যর্থতার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিবেন, তখনই তিনি নির্বাচন বিয়হীন হইতে দিবেন। ইতিমধ্যেই তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মুখ চাহিয়া আছেন। তাঁহার দলীয় বিধায়কও রাজ্য বিধানসভায় শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের দাবি পুনরুচ্চারণ করিয়াছেন। যিসিংয়ের শুভেচ্ছায় অধিক ভরসা না-করাই ভাল।



# ঘিসিংকে তুষ্ট করতে 'হস্তান্তরযোগ্য' মৌজার তালিকা বানাচ্ছে রাজ্য

কিশোর সাহা • শিলিগুড়ি

গোষ্ঠী পার্বত্য পরিষদে শিলিগুড়িকে অন্তর্ভুক্তির প্রক্ষেপে অনড় সুবাস ঘিসিংকে বাগে আনতে পাহাড় লাগোয়া 'হস্তান্তরযোগ্য মৌজা'র তালিকা তৈরি করছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে ওই তালিকায় রাখা হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমার বেশ কয়েকটি নেপালি ভাষাভাষী অধ্যুষিত এলাকা, ৩টি বনাঞ্চল, ৪টি জনবিরল মৌজা, ২টি চা বাগান, পাহাড়ি নদী লাগোয়া কিছু এলাকা-সহ ২১টি মৌজা। তার বাইরে সেবক, কালিঝোরা, চম্পাসারি বনাঞ্চল এবং পাথুপানি মৌজার বেশ কিছু এলাকা পরিষদে দেওয়ার বিষয়টি অবশ্য আগে থেকেই বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, মৌজা হস্তান্তর নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসার আগে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। উল্টো দিকে, শিলিগুড়ির দাবিকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারকে চাপে ফেলে যথাসম্ভব বেশি মৌজা পার্বত্য পরিষদের আওতায় আনতে সচেষ্ট হয়েছেন ঘিসিং। তাঁর নির্দেশে জি এন এল এফের তরফেও একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

জি এন এল এফের একটি সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার কোনও অবস্থাতেই শিলিগুড়িকে পার্বত্য পরিষদে দিতে যে রাজি নয় তা সদ্যসমাপ্ত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেই ঘিসিং বুঝে গিয়েছেন। সেই কারণেই শিলিগুড়ি বাদ দিয়ে ঠিক কতগুলি মৌজা রাজ্য সরকার দিতে চাইছে তা আঁচ করার চেষ্টা করছেন ঘিসিংও। জি এন এল এফের অন্দরমহলের খবর, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশি মৌজা পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন ঘিসিং। সেই কারণে জি এন এল এফের তালিকায় সেবক, কালিঝোরার পাশাপাশি উঠে এসেছে শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া চম্পাসারি ও পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত।

চম্পাসারি এলাকার একাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হলেও বিস্তীর্ণ এলাকা শিলিগুড়ি পুরসভার আওতায় রয়েছে। পাথরঘাটা এলাকাটি মাটিগাড়া ব্লকের অধীনে। জি এন এল এফের কয়েক জন নেতা জানিয়েছেন, সেবক পাহাড় এলাকাটি মাটিগাড়া ব্লকের অধীনে পড়ে। সেটি দিতে রাজ্য সরকারের তরফে খুব একটা আপত্তি নেই। সেই জন্যই ওই ব্লকের পাথরঘাটা ও চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরোটাই পার্বত্য পরিষদের আওতায় দেওয়ার দাবি জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে জি এন এল এফ।

শিলিগুড়িকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গটি সামনে রেখে ঘিসিং যে যত বেশি সম্ভব মৌজা আদায় করতে চাইছেন তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট। এই ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের একাংশের সঙ্গে দার্জিলিং জেলা সি পি এমের নেতাদেরও অনেকেরই কথা হয়েছে। কেননা, শিলিগুড়ির দাবি আদায় না-হলেও ২০ থেকে ২৫টি মৌজা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করতে না-পারলে দলের সদস্য-সমর্থকদের কাছেও ঘিসিংকে জবাবদিহি করতে হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ফের লাগাতার বন্ধ-সহ বড় ধরনের আন্দোলনের হুমকি দিলে আসন্ন বিধানসভা ভোটের মুখে পাহাড় ফের অশান্ত হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ-প্রশাসনের একাংশ।

এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই রাজ্য সরকার হস্তান্তরযোগ্য মৌজার তালিকা দীর্ঘ করতে তৎপর হয়েছে যাতে ঘিসিংও খুশি হন এবং শিলিগুড়ির ভৌগোলিক পরিধিও খুব একটা ক্ষুণ্ণ না-হয়। রাজ্য প্রশাসনের একটি সূত্রে অবশ্য বলা হয়েছে, প্রাথমিক ভাবে খসড়া তালিকা তৈরি হয়েছে। সর্বশুরে আলোচনার পরেই হস্তান্তরযোগ্য মৌজার পূর্ণ তালিকা তৈরি হবে। জি এন এল এফের কেন্দ্রীয় কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে প্রথমে শিলিগুড়ি-সহ গোটা দার্জিলিং জেলাকে বর্ষ তফসিলে আনার দাবি জানানো হবে। কিন্তু শিলিগুড়ির দাবি রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়ের তরফে অগ্রাহ্য করার সম্ভাবনা রয়েছে বুঝেই যে তাঁরাও তালিকা তৈরি করেছেন, সে কথাও জি এন এল এফের সূত্রটি জানিয়ে দিয়েছে।

21 JUL 2005

ANADIBAZAR PAPER

# Congress works out pact with TRS

*Personal Problem (Telangana) 21/7* *10-1*

Plea to naxalites to shun violence, resume talks

K.V. Prasad

**NEW DELHI:** The Congress-Telengana Rashtra Samiti (TRS) standoff in Andhra Pradesh was resolved here on Wednesday with a six-point agreement seeking to address the Samiti's concerns, including the contentious Pulichintala irrigation project, the implementation of Government Order 610 on employment to the people of Telengana region and the approach on the naxalites issue.

The parties jointly appealed to the naxalites to shun violence and resume talks within the framework of the Constitution while promising to demand a special poverty alleviation package for the naxalite-affected areas.

"All the six issues raised by the Union Labour Minister and TRS chief, K. Chandrasekhara Rao, have been resolved. There is total agreement. As regards Telengana, the Congress President, Sonia Gandhi, is fully apprised of all issues and we shall abide by her decision," the AICC general secretary, Digvijay Singh, announced at a joint press conference at the end of a four-hour meeting between the leaders of the two parties.

Those present at the conference included Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy, Union Minister A. Narendra, State Congress president K. Kesava Rao and AICC secretary K. Jayakumar.

Both Mr. Rao and Dr. Reddy expressed satisfaction over the outcome of the meeting, held at the direction of the Congress leadership and aimed at mending the souring relations with the TRS. The meeting was the first after the TRS pulled out of the Andhra Pradesh Government early last month over the "attitude" of the Chief Minister towards the Telengana region.

As regards rejoining the Government, Mr. Singh said the issue would be taken up once "congeniality" in the relations between the two parties was restored. On his part, Mr. Rao described the outcome as a good development and said with the understanding reached both would "move towards greater strength," thus indicating abandonment of the impending agitation mode by the TRS.

Giving details, Mr. Singh said on G.O. 610, a Secretaries Committee, headed by the Chief Secretary, would be constituted to implement the recommenda-

tions of the Girgilani Commission. The Committee would submit its report to the Chief Minister in the next three months. Promotions for the police force in Hyderabad would start immediately.

The Government would study how best the submergence due to Polavaram project could be reduced, bring down the number of oustees and offer attractive relief and rehabilitation package to them.

On the Pulichintala project, which the TRS demanded be shifted from the present site, it was decided that a cost-benefit analysis of the Hanumantha Rao proposal, which suggested construction of five small dams, would be done in the next two months. "If the proposal is cheaper, the site will be changed without affecting the Krishna Delta ayacut," Mr. Singh said.

The TRS, which had accused the Government of encouraging "encounters" with naxalites, joined the Government in appealing to them to shun violence and resume talks. Both the parties would submit a memorandum to the Prime Minister in the next Parliament session seeking a special poverty alleviation package.

18  
19/7

## BORDER LINE

Regional  
person

**T**erritorial bargains can draw on history, but only the politics of the day can settle them. Mr Subash Ghisingh can go back in history in order to stake his claims on new areas for the Darjeeling Gorkha Hill Council. Places like the Dooars or the foothills of Darjeeling may have belonged to the old kingdoms of Bhutan, Nepal or the present-day Sikkim before their boundaries were re-drawn by the British. Darjeeling itself belonged to Sikkim until 1835, when the hill town was ceded to the British. But is it realistic for Mr Ghisingh — or for anyone else, for that matter — to cite history and seek to include Siliguri or the Dooars in the DGHC's territorial jurisdiction? To do so would amount to completely ignoring the demographic and other changes that have taken place in the areas in more recent times. Mr Ghisingh has been too wily a politician not to know this. That raises questions about the real motives behind his claims on these additional areas for the DGHC. True, he had raised some questions about the council's area at the time of the Darjeeling accord in 1986. But those related to some Nepali-majority villages adjoining the council's territory. What he is asking for now is an entirely different matter; it has the potential for political and ethnic destabilization in a sensitive border area.

Both New Delhi and Calcutta have to be extremely cautious in dealing with Mr Ghisingh's latest demands. The Union and the state governments have already conceded his major demand by agreeing to include the DGHC under the sixth schedule of the Constitution. This new status will give the council far more powers and a greater degree of autonomy than it had enjoyed so far. This despite the fact that Darjeeling does not have a tribal-majority population. So far, the autonomous councils under the sixth schedule were meant only for such people. Mr Buddhadeb Bhattacharjee agreed to postpone the council elections twice, primarily to placate the Gorkha leader. In negotiating on the issues, the chief minister has rightly put Darjeeling's peace ahead of politics. This makes eminent political sense if one recalls the violent agitation for a separate state that Mr Ghisingh led in the Eighties. A democratic state cannot close the doors of dialogue on even the most intractable of dissenters. But only a weak state would submit to threats of violence and political blackmail.

JUL 2 1991

THE TELEGRAPH

B.F. 2  
19/7

# TRS succumbs to pressure for separate Telengana

9 Revised from

Our Political Bureau  
NEW DELHI 18 JULY

**B**Y holding a public rally at Warangal, the TRS on Monday virtually complied with the Naxalites' demand to get on to the 'faster Telengana statehood track'.

Under pressure to buy peace and time with the Naxalites, and to show them that he started getting more support from within the UPA, Mr Chandrashekhara Rao also showcased the Union agriculture minister and NCP ally, Sharad Pawar at the rally to demand the statehood.

On the other hand the Congress chief minister, YS Rajashekhara Reddy is scheduled to meet the Congress bigwigs here on Tuesday ahead of his talks with the TRS chief here on Wednesday.

Mr Pawar's attendance at the TRS rally at the Naxalite den means two things; Mr Chandrashekhara Rao hereafter will be able to cite the support of the Union agriculture minister while bargaining for his case with the Government and the Congress leadership.

By sharing the TRS platform, Mr Pawar, known for his shrewd political bargaining, skills will be sending out a subtle signal to the Congress high command which is trying to undercut him in Maharashtra.

But at the same time the absence of any other UPA leaders at the rally also means the TRS is far from mobilising support within the ruling alliance.

Supporting the TRS demand, Mr Pawar hoped that the process for formation of the separate state would be expedited.

"We have been consistently supporting the demand for a Telangana state. This issue was part of the UPA's common agenda," Mr Pawar said.

At the same time the wily union minister also felt there was no need for the TRS leadership to put additional pressure on the Centre.

"There is no need to put pressure on the government in this regard since it was 'UPA's decision' to work towards the Telangana formation. Since Telangana had found mention in the President's address to Parliament, it means it is government's line and the process has already started".

Knowing that the Congress could remind him about the similar demand for a Vidarbha statehood in Maharashtra, Mr Pawar pre-empted it by saying his party was also supportive of the Vidarbha statehood cause.

Encouraged by Mr Pawar's attendance, Mr Rao said, the Warangal rally would provide a platform for his party to explain to the people the circumstances that led to his party pulling out of the Congress-led government in the state.

Meanwhile the chief minister is reaching Delhi tonight for holding talks with the AICC and government leaders to find a way-out on the issue.

He is expected to meet Ms Sonia Gandhi and Mr Digvijay Singh to work out the Congress menu for the chief minister's meeting with the TRS chief. The Congress may try to buy peace, at least for the time being, by trying to shift the TRS chief's focus to a special development package for the Telengana region.

The Economic Times

# GNLF may resurrect Gorkhaland genie

*Regional Party*

**HT Correspondent**  
Kolkata, July 18

**BARELY THREE** days after chief minister Buddhadeb Bhattacharjee announced in the Assembly that DGHC chairman Subash Ghisingh had agreed to allow elections in the Hills within September, the GNLF on Monday said it wanted Siliguri and the Dooars in the Sixth Schedule, and threatened to revive its agitation for a separate state of Gorkhaland if the demands were not met.

GNLF MLA Shanta Chettri said her party was still firm on the decision to include Siliguri and Dooars in the DGHC and the Sixth Schedule. "We will be forced to revive our



**GNLF MLA Shanta Chettri at a party meet**

struggle for Gorkhaland, if the scheduled tripartite talks in Delhi fails to hammer out a satisfactory solution. There should not be any constitutional lacunae or political loophole in the state government's formula," she said.

Last week, the chief minister had announced that his government would not hand over Siliguri or the Dooars to the DGHC at any cost. Only a few Nepali dominated areas would be handed over, he had said. Bhattacharjee had informed the Assembly that Ghisingh, too, had accepted the deal and would allow polls to be held within September.

"The chief minister should not have made such a hasty statement in

the Assembly," Chettri said. "Conclusions can be drawn only after the tripartite talks in Delhi."

The GNLF MLA, who had received a detailed briefing from Ghisingh on Saturday on the outcome of his meeting with the chief minister, refused to give any assurance to the state government that the DGHC polls would be allowed in September.

"We can give no such assurance. Everything depends on the tripartite meeting to be attended by the chief minister, Union home minister and Subash Ghisingh in Delhi," she said. On the floor of the House, the GNLF MLA also said that the state government would be held responsible if the tripartite talks failed in Delhi.

# শিলিগুড়ি পৌছেই ডিগবাজি ঘিসিংয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: স্থায়ী সমাধানের রাস্তায় না-হেঁটে পাঁচ কয়ে পাহাড়ে সমস্যা জিইয়ে রাখার মারা অব্যাহত রেখেছেন সুবাস ঘিসিং। শুক্রবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নয়। কিছু এলাকা পার্বত্য পরিষদে অন্তর্ভুক্তির বিনিময়ে ভোটে রাজি হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন জি এন এল এফ সুপ্রিমো। ২৪ ঘণ্টার মাথায় কলকাতা থেকে দার্জিলিং ফেরার পথে শনিবার বাগডোগরায় পৌছেই ফের শিলিগুড়িকে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে অনড় থাকার কথা জানিয়ে দেন ঘিসিং। সেই সঙ্গে পাহাড়ে ভোটের ব্যাপারে রাজ্যের যতটা আগ্রহ, ততটা তাঁর যে নেই সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, পার্বত্য পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট সময়ে পাহাড়ে ভোট করানোর বিষয়ে কার্যত পরস্পরবিরোধী কথাও বলেন ঘিসিং। বস্তুত, পাহাড়ে সামগ্রিক উন্নয়নের প্রক্ষে তিনি কী চাইছেন তা নিজেও স্পষ্ট করে বলতে পারেননি।

এ দিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌছে ঘিসিং প্রথমে দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় তিনি খুশি হয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ে পাহাড়ে ভোটের প্রসঙ্গেও তাঁর যে আপত্তি নেই সে কথাও তিনি জানাতে দ্বিধা করেননি। তা হলে অবশেষে ভোট ও পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি সংক্রান্ত জটিলতার নিষ্পত্তি হতে চলেছে? এর জবাব দিতে গিয়েই ঘিসিং সুর বদলে বলেন, “শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকা পার্বত্য পরিষদে দেওয়া সম্ভব নয় সে কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। তা আমি শুনেছি। তবে পরিষদের আওতায় নতুন কিছু এলাকা জুড়তে রাজ্য রাজি হয়েছে। আমরা একটি তালিকা করব। রাজ্য একটি তালিকা তৈরি করবে। শিলিগুড়ির দাবি আমি এখনই ছাড়ছি না।”

পাহাড়ে সেপ্টেম্বরে ভোট অবশেষে হচ্ছে? কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ১৮০ ডিগ্রি অবস্থান পাল্টে ঘিসিং বলেন, “ভোটের কথা রাজ্য সরকার বলেছে। যষ্ঠ তফসিলভুক্ত হতে চলেছে যে

এলাকা সেখানে ভোট প্রক্রিয়া এত তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভব নয়। পারলে রাজ্য সরকার যষ্ঠ তফসিল সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ভোট করুক।” অর্থাৎ, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরে ঘিসিং “অব রাস্তা খুল গয়া” বলে পাহাড়ের পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়ার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা বাস্তবে এখনই হচ্ছে না। ঘিসিংয়ের কথায়, “ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কী হবে তার উপরেই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে।”

জি এন এল এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অবস্থান ও জনবিন্যাসের কথা মাথায় রাখলে শিলিগুড়িকে গোর্খা পার্বত্য পরিষদে জুড়ে দেওয়ার দাবি যে বাস্তবসম্মত নয় তা দলের অনেকেই স্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকেও বিষয়টি ঘিসিং কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার পাহাড় সম্বন্ধিত আরও কিছু নেপালিভাষী অধ্যুষিত এলাকা পরিষদের আওতায় দিতে রাজি হয়েছে। সে কথা মাথায় রেখে যত বেশি সংখ্যক পাহাড় সম্বন্ধিত এলাকা পেতে শিলিগুড়ির দাবিকে সামনে রেখে রাজ্যের উপরে চাপ দিতে সক্রিয় হয়েছেন ঘিসিং। এক সময় ঘিসিংয়ের ঘনিষ্ঠ, বর্তমানে পাহাড়ে বিরোধী জোট পি ডি এফ-এর কয়েক জন শীর্ষ নেতা এমনই মনে করছেন।

সমস্যা সমাধানের পথ খোলার পরেই ঘিসিংয়ের নিত্যনতুন প্যাঁচ কয়ে বাগড়া দেওয়ার প্রবণতায় পাহাড় ও সমতলে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছে দার্জিলিং জেলা সি পি এম। বিশেষত, শিলিগুড়িকে অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতায় আসরে নেমে পড়েছে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি। ‘বঙ্গভঙ্গ’-এর আশঙ্কা রাখতে গোটা শিলিগুড়িতে লিফলেট বিলি করে আজ, রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সমাবেশের ডাক দিয়েছে ওই সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘিসিং যাতে ‘একটু সংযত’ থাকেন সেই অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে করার কথা ভাবছে জেলা সি পি এম।

# Buddhadeb turns down Subhas Ghising's demand

HO-12

16/7

## Darjeeling district will not be under DGHC jurisdiction

9- Problem  
R. Prasad  
A. N. S.

Special Correspondent

**KOLKATA:** West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee has declined to concede the demand of Subhas Ghising, caretaker administrator of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), to include Darjeeling district and parts of the Dooars region in north Bengal in the Council's jurisdiction.

The State Government was, however, willing to consider the inclusion of certain "fringe areas contiguous to the Council's present jurisdiction where Nepalese are pre-dominant" within the DGHC's purview.

Mr. Bhattacharjee, who met Mr. Ghising here on Friday, said the latter had been asked to identify pockets in the contiguous area where Nepalese were dominant.

A final demarcation of the DGHC's jurisdiction would be decided at a "political-level" tripartite meeting in New Delhi.

"In no way can the demand for inclusion of the entire Darjeeling district, including areas under the Siliguri Municipal Corporation and the Siliguri Mahakoma Parishad, as well as pockets in the Dooars be accepted," Mr. Bhattacharjee later announced in the Assembly. "No



**MAKING A POINT:** West Bengal Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee with GNLFC chief Subhas Ghising in Kolkata on Friday. — PHOTO: SUSHANTA PATRONOBISH

additional blocks, no additional sub-division, no additional mouza will be brought under the DGHC." Mr. Ghising, however, stuck to his guns.

"This is still my stand. Even though I am happy with the meeting, we still hope to find a solution to the problem," he told reporters after the meeting.

On the contentious issue of elections to the DGHC, Mr. Bhattacharjee said the date would be decided at the tripartite talks.

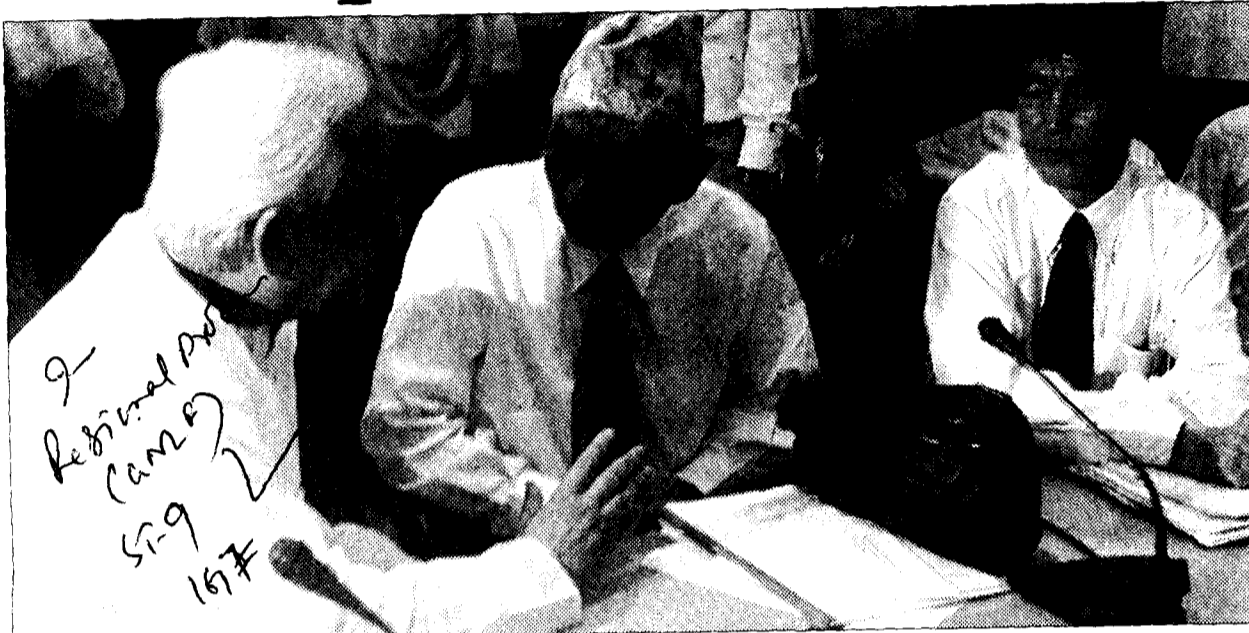
Mr. Ghising, who wants elections only after outstanding issues such as bringing the DGHC under the Sixth Schedule and the fresh demarcation of the Council area are resolved, said, "Now there is a possibility of holding elections."

According to the Chief Minister, Mr. Ghising had assured him that with the Centre and the State Government agreeing to bring the DGHC under the Sixth Schedule, "the road is open" to holding the elections.

16 JUL 2005

THE HINDU

# DGHC polls likely in Sept



Chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee with DGHC chairman Mr Subhash Ghisingh at Writers' Buildings on Friday. — The Statesman

## Statesman News Service

KOLKATA, July 15 - Elections to the Darjeeling Gorkha Hill Council could be held in September. If Mr Subhash Ghisingh does not come up with a new demand — a corollary that has now virtually become a part of all bilateral talks between the DGHC chairman and the state government.

At today's talks at Writers' Buildings, Mr Buddhadeb Bhattacharjee went a step ahead and agreed to bring some Nepali-speaking pockets and small tea gardens under the DGHC's jurisdiction.

He told Mr Ghisingh that

the Dooars and the whole of Siliguri sub-division cannot be handed over to the DGHC.

After the meeting, which included 10 minutes of "one-to-one", the chief minister and the DGHC chairman announced separately that the "hill council elections could be held in September".

But in his characteristic style, Mr Ghisingh reminded reporters: "Today, we reiterated our demand for inclusion of the Siliguri sub-division...since granting Sixth-Schedule status to the DGHC is a lengthy process, we have found a way to hold the election early."

Briefing the Assembly this evening, with all

Cabinet members by his side, Mr Bhattacharjee said: "The state had earlier agreed to all his demands.

"These include a CBI inquiry into some incidents, direct transfer of Central funds to the DGHC, formation of a separate tourism corporation and constitutional status under the Sixth Schedule.

"But including the Dooars in the DGHC area was out of the question. It is the home of many tribes and Rajbangshis. It could lead to an ethnic problem.

"The whole of the Siliguri sub-division and Siliguri town cannot be handed over. I told him 'why are you bringing this up now?'. I agreed to leave

the pockets and tea gardens in the fringe areas where predominantly Nepali-speaking people live. I have asked the municipal affairs minister to demarcate these areas.

"Earlier we handed over 12 such moujas. Mr Ghisingh agreed to this. Our talks were friendly."

He also said: "I told him it did not suit his status...to remain the DGHC chairman even when the area is in the process of getting constitutional status. It is time to hold the Hill council election. He said in Hindi 'Abhi to raasta khul gaaya'."

Today's meeting will be followed by another round of tripartite talks in Delhi.



# পরিষদে নয়া এলাকা ছাড়ছে রাজ্য তোটে রাজি ঘিসিংও

**স্টাফ রিপোর্টার:** রাজ্যের সঙ্গে দর কষাকষিতে আপাতত এগিয়ে রইলেন সুবাস ঘিসিংই। বিনিময়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পাহাড়ে নির্বাচনে রাজি হওয়ার 'অতিক্রমিত' দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকেও দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলে ঘিসিং রাজ্য সরকারের উপরে প্রবল চাপ তৈরি করেছিলেন গত মাস দুয়েক ধরে। শেষ পর্যন্ত এই চাপের ফলে মহকুমা পরিষদ এলাকার চারটি মৌজা এবং পাহাড় সংলগ্ন, নেপালি অধ্যুষিত নতুন কিছু এলাকা পার্বত্য পরিষদের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়েছে রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। যে-চারটি মৌজা আগামী নির্বাচনের আগেই পার্বত্য পরিষদের হাতে যাবে, সেগুলি হল কালীঝোরা, সেবক হিলস, চম্পাসারি ফরেস্ট ও পাস্তাপানি।

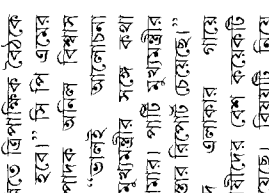
শুক্রবার মহাকরণে ঘিসিং বৃদ্ধ দীর্ঘ বৈঠকে রাজ্যের তরফে একটি বিক্ষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকা বা মহকুমা পরিষদ এলাকার বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা পার্বত্য পরিষদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নেই। এই নিয়ে কোনও আলোচনাতেও রাজি নয় রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী এর পরেই ঘিসিংকে বলেন, চারটি মৌজা এবং অন্য

কেন এলাকা চান, দিল্লিতে আগামী ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি তার তালিকা দেবেন বলে জানান। পরে মুখ্যমন্ত্রী নতুন এলাকা বাসাইয়ের জন্য শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ব-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক লস্ক্য নিয়ে ওই নতুন এলাকা সেপ্টেম্বরেই পাহাড়ে ভোট করার চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।



পরে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আমি জানিয়ে দিয়েছি, শিলিগুড়ি ও ডুমুরের অন্তর্গত কোনও এলাকাকে কোনও মতেই গোর্খা পার্বত্য পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তবে পাহাড় সংলগ্ন

নেপালিভাষী কিছু এলাকাকে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করতে আমাদের আপত্তি নেই। কোন কোন এলাকাকে ওর মধ্যে ঢোকানো হবে, তা ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অশোক ভট্টাচার্যকে।" ঘিসিং বলেছেন, "আমি খুশি। অব রাস্তা খুল গয়া। দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সব চূড়ান্ত হবে।" সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন, "ভালই আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আমরা। পাটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবিস্তার রিপোর্ট চেয়েছে।"



নেপালিভাষীদের গায়ে মৌজা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বুদ্ধদেবের বেশ কয়েকটি বৈঠকে আলোচনা হবে। বুদ্ধদেব যুক্তি ডুমুরের বহু এলাকা রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন রাজবন্দী এবং অন্যান্য ভায়ার মান্য আছেন। ওই সব এলাকাকে নতুন ভাবে পার্বত্য পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই তিনি ঘিসিংকে ওই জায়গা নিয়ে

বেশি নাভাড়া করাতে বারণ করেছেন। আলোচনা কটা ফলপ্রসূ হয়েছে, তা বোঝাতে বুদ্ধদেব মন্তব্য করেন, "বৈঠকের পরে ঘিসিং মন্তব্য করেছেন, 'অব রাস্তা খুল গয়া।' নির্বাচন নিয়ে আর ভেমন সমস্যা হবে না। এর পরে দিল্লিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে ফের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। পরে পুরমন্ত্রী অশোকবাবুও আলাজ্ঞ দেন, সব কিছু ঠিকঠাক চললে সেপ্টেম্বরে পাহাড়ে ভোট হবে। রাজ্য সরকার তা-ই চায়। এ দিকে, পার্বত্য পরিষদকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করাতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে সংসদে।

সেই সংশোধন পাশ করতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাগবে। বুদ্ধদেব বলেন, "ঘিসিংকে বলেছি, এই প্রক্রিয়াটির জন্য অন্তত ছ মাস থেকে এক বছর লাগবে।" তার যুক্তি, তত দিন নির্বাচন আটকে রাখা অর্ধহীন। তা ছাড়া এই বিরাট সময়ের মধ্যে ঘিসিং একাই পাহাড়ের ক্যাম্পের প্রশাসক হিসাবে থাকবেন, তা ভাল দেখায় না। ঘিসিংয়ের সঙ্গে কী কী বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছে, কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী এ দিন সব মন্ত্রীকেই

এর পর পাঠের পাতায়

## পরিষদে নয়া এলাকা ছাড়ছে রাজ্য

প্রথম পাতার পর  
বিধানসভায়  
বলেছিলেন।  
"নির্বাচনের  
মহকুমা  
না বলে  
বৈঠকের  
"আমি

দার্জিলিং পুরোটা  
আমার দাবি।  
না। ওই সব  
তফসিলের  
দিল্লিতে  
এই দাবি  
দিয়েছেন  
আলোচনার  
নির্বাচন  
হয়েছেন,

পরিষদ  
কেন্দ্রীয়  
জানা  
পরিবর্তন  
বলেছেন,  
সরকারের  
অব্যয়  
সূত্রে  
হয়ে,

# TRS ups Telangana ante

## Last minister quits Andhra Pradesh Cabinet

ASHOK Das  
Hyderabad, July 13

19/7  
Resignation  
K.R. 7

THE LAST Telangana Rashtra Samithi (TRS) minister resigned from the Andhra Cabinet on Wednesday, strengthening the hand of TRS boss and Union minister K. Chandrasekhar Rao, who has the single-point agenda of a Telangana state.

The minister, Santosh Reddy, who had earlier refused to resign unfurling a banner of revolt, said on Wednesday that he had no differences with TRS leadership and a misunderstanding that had cropped up earlier had been sorted out.

With party out of power in the state, TRS is expected to intensify its struggle for separate statehood. It is organising a "massive" public meeting at Warangal on July 18, where the future course of action would be chalked out. All TRS leaders and cadres had been told to attend the meeting.

Rao's second-in-command Narendra has already served an ultimatum on the Congress high command to meet its demands by August 31 or else it will pull out of the UPA government at the Centre.

Rao is a desperate man these days. Flushed with party's maiden success in

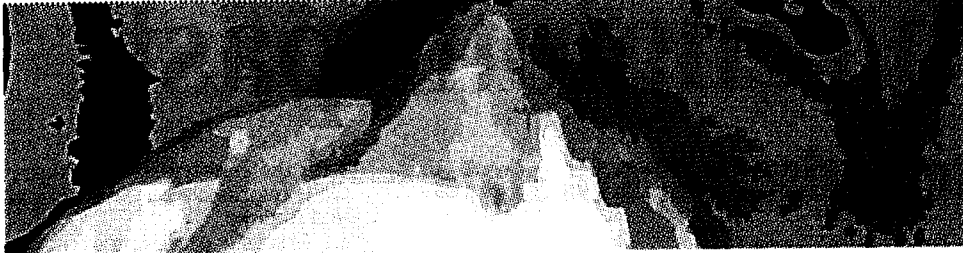
the 2004 general elections — the party secured six Lok Sabha 25 assembly seats — he had declared that Telangana would be created within six months. He extended the deadline by another six months but a year later Telangana was nowhere in sight.

By asking his ministers to resign, he has not only partially rebutted the power hungry charge but also successfully brought pressure on the UPA leadership to consider his demand.

The Congress leadership does not want to displease Rao but is constrained to concede to his demand because of opposition from left parties. It has appointed a committee headed by defence minister Pranab Mukherjee to examine the issue.

Pending the committee report, the All India Congress Committee (AICC) wants the TRS to continue in the government both at the Centre and in the state. AICC general secretary and in charge of Andhra Digvijay Singh is working to effect a patch up between Rao and chief minister Y.S. Rajsekhar Reddy.

TRS leaders, however, say they are not taking back the resignations unless the demands are met. The party has also put forth six demands for immediate redressal by state government.



He always got what he wanted. DGHC has been extended, elections postponed and Darjeeling included in the Sixth Schedule. AMITAVA BANERJEE and PRAMOD GIRI figure out how Ghisingh calls the shots

# KING OF THE PACK



*10/7* *HR* *Kolkata* *June 9 Regional Press (G.M.F.)*

**G**ORKHA NATIONAL Liberation Front leader Subash Ghisingh has taken political arm-twisting to the level of an art form. And a state government, afraid of yet another bloody agitation, has sulked but again and again given in to his pressure tactics.

Browbeating both the state government and the Centre by throwing tantrums, threatening violent uprisings, even a merger with Bangladesh if his demands are not met, Ghisingh has so far always got what he wanted — a double extension of the DGHC, repeated postponements of elections, having himself crowned the sole administrator caretaker of the DGHC, and now his demand for the Sixth Schedule. Immediately after, he has raised yet another demand: that Siliguri and Dooars be included in his field.

A satisfied Ghisingh, for them, was a lesser evil, who alone could keep the demand for Gorkhaland at bay. The Centre, too, had much to gain: an angry Ghisingh could keep the Left under pressure.

But where does the GNLFF chief want to go from here? Will he be satisfied with the inclusion of Siliguri and Dooars? Or is this just another step towards Gorkhaland? Also, how long can a democratically elected state government be arm-twisted by a politician who has little respect for democratic norms?

Opinions in Alimuddin Street and the state home department has been split for long. A typical argument of the pacifists was that the government can't risk a violent agitation in the geopolitically sensitive hills, at a time when a Maoist capture of Kathmandu is only a matter of time, jihadi elements are gaining in strength in Bangladesh, Naga talks have fallen apart, the Ufa is still unwilling to come to the talks table and the Arakan Hills

poised to burst into an armed separatist movement. One hasty step at this stage could jeopardise the entire northeast, they argue. Others, led by urban development minister Asok Bhattacharya, argue that enough is enough and this time Ghisingh needs to be reined in, by force, if necessary. Or else, the GNLFF chief would go out of control for good. He's just gaining time to unleash a fresh Gorkhaland agitation, many in Alimuddin Street and Writers' Buildings now firmly believe. "Ghisingh's endless demands and their subsequent fulfilment by the Centre will one day lead to anarchy in the hills," says Anada Pathak, former CPI(M) central committee member and former MP.

Ghisingh shot into the limelight in the Darjeeling hills during the mid-1960s, during the food movement by progressive youth groups. He started his own political party in 1973 — Neelo Jhanda (Blue Flag) — to oppose the All India Gorkha League. His style of igniting fire in the hills was typical. One morning, Neelo Jhanda supporters simply occupied whatever unclaimed plots they could find in Darjeeling by force. When the district administration failed to remove the encroachers, the Eastern Frontier Rifles was called in, who forcefully evicted them. This kindled the first anti-Bengali fires in the Hills. And then came the 28-month-long violent political agitation for a separate Gorkhaland between 1986 and 1988, forcing the Jyoti Basu government to form the DGHC, keeping Ghisingh at its helm.

R.B. Rai, a veteran politician in the Hills, feels the government has always turned a blind eye to the Ghisingh-run DGHC's financial irregularities and ignored his international statements that amounted to treason. "How else can an elected person, having taken oath on

the Indian Constitution, make such statements and get away with it?" Rai asked.

He also blames the Centre equally. "The Centre's attitude towards Indian Nepalese has never been healthy. They always doubted us and thought we have dual citizenship. They fail to understand that we are part of the Indian mainstream and are proud to identify ourselves as Indians," he said.

With both the state and the Centre succumbing to Ghisingh's demand of according the Sixth Schedule status to three hill subdivisions of Darjeeling and Dooars, with 98

create public opinion and pressurise the state government on the need to include Dooars in the Sixth Schedule, a section of them has a different opinion.

C.B. Ghaley, president of the Dooars Tribal Action Committee, said: "People want the part of Dooars near Darjeeling brought under the Sixth Schedule." The Committee is organising public meetings and has asked individuals and organisations to write to the chief minister and the state chief secretary on the need to include Dooars. The committee also plans to meet the chief minister.

The state government, afraid of yet another bloody agitation, has always given in to his pressure tactics — a satisfied Ghisingh could keep the statehood agitation at bay. For the Centre, he could keep the Left under pressure

per cent Adivasi and Nepalese population, has already started witnessing activities seen during the Gorkhaland agitation. A large section of Dooars people had joined Ghisingh's bandwagon. Their dream had been shattered when Dooars was not included in the DGHC, formed on August 22, 1988, through a tripartite accord between the GNLFF, the state government and the Centre. They blamed Ghisingh for betraying them to serve his own political goal.

The Sixth Schedule fever, however, has touched Dooars, though a lot of people are sceptical. The people of Dooars have already formed the Dooars Tribal Action Committee to

Ghaley said GNLFF leaders, including Ghisingh, had assured them that the betrayal of 1988 would not be repeated. Critical of the CPI(M), he said the Marxists always treated the Adivasis as a mere vote bank. "The Adivasis would get justice only when they are under the Sixth Schedule and the DGHC," he said.

Siliguri has been a mixed response. While most Nepalese support its inclusion, others find the demand absurd.

The GNLFF is working overtime to get the official maps of the plains ready before the July 15 meeting between Ghisingh and the chief minister to discuss the territorial demarcation issue.

## State govt flashes the stop sign

**ALOKE Banerjee**

**SUBASH GHISINGH** has an army of 2,000 men in the Hills armed to the teeth, home department officials told chief minister Buddhadeb Bhattacharjee six months ago.

The news, at a time when Maoists in Nepal were eyeing Kathmandu, international *je-hadi* groups were starting to stir in Bangladesh and the war against the KLO and indigenous Maoists already active in North Bengal not yet over, had forced Bhattacharjee into accepting Ghisingh's demand of first making him the sole caretaker of the DGHC, and then to impose provisions of the Sixth Schedule in Darjeeling.

He had ignored views of many of his comrades — urban development minister Asok Bhattacharya among them — that Ghisingh was again trying to overstep his limits, and was only taking the first steps towards realising the vision of a separate state of Gorkhaland.

Six months down the line, the CPI(M) is a far more united lot, and stands unanimous in its decision on saying a firm "no" to Ghisingh.

"Thus far and no further" is the message that the party wants to get across to the GNLFF chief. This unity coalesced around a unanimous rejection within the party to Ghisingh's demand of including Siliguri and Dooars in the Sixth Schedule. The party has asked the chief minister to bluntly issue a denial.

And, if senior state government officials are to be believed, even the Centre has re-

fused to budge this time. During the tripartite meeting on July 1 between Ghisingh, the Centre and the West Bengal government in Delhi, the GNLFF chief was told in no uncertain terms that his demand for Siliguri and Dooars were unjustified and that it would not be met. It was also recorded in the minutes of the meeting.

"We will do nothing unilaterally. We will act together with the Centre because Darjeeling is a sensitive issue and we don't want to take the responsibility alone if anything goes wrong," said urban development minister Asok Bhattacharya, also the in-charge of hill affairs.

That the Left Front government and the CPI(M) have finally come out of the flip-flop is evident even through the statement of the party's state secretary, Anil Biswas. "Subash Ghisingh and the GNLFF's demand for including parts of Siliguri and Dooars within the DGHC through the Sixth Schedule is illogical and unacceptable," he said.

"We want ethnic, linguistic, economic, cultural and social development of Gorkhas and Nepalese through the DGHC. But the boundaries of DGHC had been fixed in the tripartite meeting in 1988, when certain Nepalese majority areas of Siliguri were included. Any fresh debate and conflict on this issue is unwarranted. We want DGHC elections within September this year," Biswas said, indicating that the mood inside the party this time favoured firmness.

*State urban development minister Asok Bhattacharya, who's also in charge of hill affairs, spoke to the Hindustan Times*

**Your government has so far lacked firmness while dealing with Ghisingh. Will the chief minister once again succumb to pressure and give Siliguri and Dooars to Ghisingh?**

No way. Enough is enough. The chief minister will meet Ghisingh at Writers' Buildings on July 15. He will ask the GNLFF chief not to overstep the limits. Siliguri and Dooars can't be given away. So far, we've yielded to all his demands, but there's a limit.

**What will happen if Ghisingh launches yet another violent agitation over Gorkhaland if his demands are not met? He has already threatened to do so.**

He can't do it again. He doesn't have the necessary strength to carry it off any more. Even if he tries to do it, there'll be resistance. The people will not accept it. It is time he understood this and prepared for the September elections.

**If you are so sure that he no longer commands the strength, why then didn't you act firmly earlier? You postponed the DGHC elections, made Ghisingh the sole caretaker and then accepted the Sixth Schedule**



**when he threatened to launch a fresh agitation in the Hills.**

What has happened has happened. We were and still are concerned with developments in Nepal. We want peace in the hills. But absurd demands, such as the inclusion of Siliguri and Dooars in the Sixth Schedule, can't be met. He should understand that Siliguri is a Bengali-dominated area and can't be included in the Sixth Schedule.

**You were always in favour of being firm in dealing with Ghisingh. But many in your party and your government refused to accept your argument. How are you so sure that the chief minister will act firmly this time?**

The party and the government are united this time. You will see...

# গোৰ্খা লিগাও সূৰ মেলাল ঘিসিংয়ের সঙ্গে

সঞ্জয় বিশ্বাস: দাজিলিং, ৯ জুলাই— একটু ঘুরিয়ে হলেও এবাৰ ঘিসিংয়ের সূৰে সূৰ মেলাল পাহাড়ের আর-এক জি এন এল এফ-বিরোধী দল গোৰ্খা লিগাও। ঘিসিংয়ের দাবি, ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় পৰ্বত্য পৰ্বতে শিলিগুড়ি-সহ গোটা দাজিলিং ও ডুয়ার্স চাই। আর গোৰ্খা লিগ দাবি তুলল, দাজিলিং জেলা তো বটেই, ডুয়ার্সেরও নেপালি ভাষাভাষী এলাকাও আসুক পাহাড়ের আওতায়। তবে ষষ্ঠ তফসিলে নয়, গোটা দাজিলিং ও ডুয়ার্সের নেপালি অঞ্চল নিয়ে চাই আলোচনা রাজ্য। গোৰ্খা লিগের সভাপতি মদন তামাং শনিবার দলীয় দপ্তরে সাংবাদিকদের এ কথা জানান। প্রসঙ্গত, ষষ্ঠ তফসিলে শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্স নিয়ে পৰ্বত্য গড়ার যে দাবি ঘিসিং তুলেছেন, ইতিমধ্যেই তা প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে জি এন এল এফ-বিরোধী সি পি আর এম।

এবার একটু ভিন্ন-সূৰে হলেও ঘিসিংয়ের পাশে গোৰ্খা লিগও। সি পি আর এম, গোৰ্খা লিগ এবং জি এন এল এফ (সি) মিলে পাহাড়ে গড়েছিল মোর্চা পি ডি এফ। ঘিসিংয়ের দাবি ও এখনকার অবস্থা ম্যালাচোনায় পি ডি এফ বৈঠকে বসছে ১১ জুলাই। কিন্তু পাহাড়ে তোটে জি এন এল এফের মোকাবিলায় এই ৩ দলই সি পি আরের সঙ্গে যে সাম্প্রতিক জোট গড়েছিল তা এখন স্পষ্টতই ভাঙনের মুখে। ঘিসিংয়ের পাশে সি পি আর এম দাঁড়ানায় শুক্রবার পূৰ্বমন্ত্রী এমদন সজ্জাবনার ইস্তিত দিয়েছিলেন। বলেন, তবু আমরা শেষ পর্যন্ত জোট বজায় রাখার চেষ্টা করব। সব দল মিলে সভা করব। কিন্তু ওঁরা একান্ত অনড় হলে অন্য কথা। কিন্তু শনিবার সি পি আর এম মহাসচিব আর বি রাই সরাসরি ভাঙনের কথা বলে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্স নিয়ে ষষ্ঠ

তফসিলে পৰ্বত্য গঠনের দাবি পাহাড়ের জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত। কাজেই ঘিসিং বলে নয়, যে কেউ এই দাবি তুললেই পাশে থাকবে সি পি আর এম। এটা সি পি এম না মানলে একলাই চলবে সি পি আর এম। গোৰ্খা লিগের মদন তামাংয়ের বক্তব্য, ষষ্ঠ তফসিলের টোপ দিয়ে পাহাড়ের মানুষকে বিভ্রান্ত করে ঘিসিং গদি বঁচাতে চাইছেন। কিন্তু ষষ্ঠ তফসিল পাহাড়ের মানুষের আশা পূরণ করতে পারবে না। সংসদে ওই তফসিলের সিদ্ধান্ত পাস করানোও সহজ হবে না। কাজেই শিলিগুড়ি-সহ, দাজিলিং ও ডুয়ার্স নিয়ে আলোচনা রাজ্য হোক। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ষষ্ঠ তফসিলের দাবি আদায় করে জনসমর্থন এখন সম্পূর্ণ নিজের অনুকূলে টেনেছেন ঘিসিং। মরিয়া হয়ে জনসমর্থন আদায়েই তাই তাঁরই সূৰে সূৰ মেলাচ্ছে সি পি আর এম ও গোৰ্খা লিগ।

## ঘিসিংয়ের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়, সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভোট চাই: অনিল

আজকালের প্রতিবেদন: সুভাষ ঘিসিং শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের কিছু অঞ্চলকে ষষ্ঠ তফসিলের মাধ্যমে জি জি এইচ সি-র অন্তর্ভুক্ত করার যে দাবি করেছেন, তা কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। শনিবার এক বিবৃতিতে সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস এ কথা জানিয়েছেন। অনিলবাবুর মতে, এই দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি বলেন,

অটুট থাকুক। আমরা সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাহাড়ে নির্বাচন চাই। তিনি বলেন, আমরা বার বার বলে এসেছি ডি জি এইচ সি-র মাধ্যমে পাহাড়ের নেপালি গোৰ্খারা জাগ্রত, ভাষাগত, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে বিকাশ লাভ করুক। ১ জুলাই দিল্লিতে যে আলোচনা হয় সেই আলোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই।



## Old crisis, new demands

Subhas Ghisingh's new demands have ensured that the stalemate over the Darjeeling Gorkha Hill Council's status continues.

Marcus Dam

49-11 67  
Regional paper (G.M.F.)

**T**HE WEST Bengal Government has attempted to buy peace in the Darjeeling hills by conceding, at various stages over the past seven months, the demands of Subash Ghisingh for greater powers to the Darjeeling Gorkha Hill Council [DGHC] of which he is caretaker Chairman. The Government is now confronted with a fresh challenge.

Having extracted an affirmative response to the additional powers he has been seeking, Mr. Ghisingh is now asking for a re-drawing of the political map. He wants more areas included under the Council in what appears a throwback to the days of the agitation for a separate Gorkhaland State.

As a follow-up to his outright rejection of the State Government's proposal to grant the Council a constitutional guarantee with the incorporation of a fresh clause to Article 371 to upgrade the DGHC, the Centre and the State Government have agreed to grant Sixth Schedule status to the Council. Despite this, at the end of the fifth round of tripartite talks convened by the Union Home Minister in New Delhi last week, Mr. Ghisingh asked that the Council's jurisdiction be extended to cover the entire Darjeeling district. That is, bringing the plains of the district and Siliguri — north Bengal's main business hub — under the purview of the DGHC.

And Mr. Ghisingh's Gorkha National Liberation Front has not stopped at that. It has demanded that the Nepali-dominant pockets in other parts of north Bengal such as the Dooars be included in the DGHC. Only tribal-dominated areas can, under the Constitution, be included in the Sixth Schedule.

Apart from it being reminiscent of the clamour raised during the mid-1980s ag-

itation for Statehood, the demand for inclusion of the Siliguri sub-division [where Nepalese are a minority] into the DGHC's domain has raised the hackles of the leadership of district's Communist Party of India [Marxist]. It not only threatens to kill any hope of elections to the DGHC being held by September as promised by Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee, but could also snowball into yet another confrontation between the State Government and the GNLFF.

Bringing the DGHC under the Sixth Schedule will ensure it greater executive, legislative, financial and judicial powers befitting an autonomous self-governing body. Even before the Delhi tripartite talks, the State Government had said it had no objections to this. But a fresh controversy is looming with Mr. Ghisingh's new demand. And his colleagues, including the MLA from Kurseong, say "this is just one step towards the creation of a Gorkhaland State."

Whether Mr. Ghisingh's bargaining powers will pay off this time around is the question. So far the State Government has shown restraint towards what a senior State Minister and MLA from Siliguri describes as "Mr. Ghisingh's brand of politics." The Chief Minister has reiterated that there will be no further deferment of elections. But he has also made clear his determination to ward off any threat to peace in the hills — one that has been communicated to both the Prime Minister and the Union Home Minister repeatedly. This concern has got his administration in the past to be overly accommodating towards Mr. Ghisingh's demands. But with the latter now asking for a revision in the territorial status of the DGHC it is clear that the situation calls for a good, hard, re-look.



# Unnerved by Naxal threat, five TRS ministers quit govt

**Hyderabad:** Five Telangana Rashtriya Samiti (TRS) ministers pulled out of the Congress-led coalition government in Andhra Pradesh on Monday, climaxing serious differences between the two parties on the handling of the Naxalite issue and the separate statehood demand. However, one TRS minister refused to quit.

While T Harish Rao, A Chandrasekhar, Capt Lakshminkanta Rao and Vijayarama Rao met governor Sushilkumar Shinde and submitted their papers on Monday morning, N Narasimha Murthy faxed his resignation from the US, where he is attending a Telugu Association meeting. However, S Santosh Reddy refused to toe the line.

It is still not clear if the party would also withdraw its support to the Rajasekhara Reddy government, which has a majority on the basis of the Congress' 181 MLAs in the 294-member house.

The TRS, which has five members in the Lok Sabha and two ministers at the Centre—party chief K Chandrasekhara Rao and A Narendra—fought last year's Lok Sabha and assembly elec-

tions in alliance with the Congress. Its decision to pull out its ministers from the state government came after Chandrasekhara Rao's discussions with his party colleagues on Sunday in the wake of repeated threats from Naxalites asking TRS ministers to resign or face bullets.

Naxalites' threats began after the TRS "failed" to achieve a separate Telengana state, an issue on which it fought last year's elections, and its failure to stop police action against Maoist rebels.

Chandrasekhara Rao, labour minister at the Centre, has been reportedly feeling uneasy about the fact that he has been not been able to deliver on the separate Telangana promise. He had recently met Prime Minister Manmohan Singh and UPA chairperson Sonia Gandhi in this regard. But the Maoist rebels had set a deadline of mid-June for the TRS to either to quit the two governments or face bullets.

Santosh Reddy, who did not attend Sunday's meeting, said, "If pulling out of the cabinet can solve the problem, it should start with Chandrasekhar Rao." Agencies

# TRS threatens to pull out of UPA

Statesman News Service

NEW DELHI/HYDERABAD, July 4. — The fractious relations between the Congress and its Andhra Pradesh ally, Telengana Rashtra Samithi (TRS), came to a boil today with the TRS threatening to pull out of the UPA government at the Centre if it fails to receive a "satisfactory" response on the issue of separate statehood for Telengana region from the Congress leadership.

The threat to the coalition at the Centre came on a day when five TRS ministers in the Congress-led government in Andhra Pradesh resigned over the Telengana issue. The development, however, has no bear-

ing on the stability of the state government as the Congress has 185 members in the House of 294.

"We will decide to stay in the UPA or not after meeting the Prime Minister, Dr Manmohan Singh, and the UPA chairperson Mrs Sonia Gandhi and seeing their response to our demand," the TRS chief and Union labour minister, Mr K Chandrasekhar Rao, said here.

"I am meeting the Prime Minister and leaders of other UPA allies and based on their advice, a decision will be taken whether to remain in the UPA or not," Mr Rao said adding that he would declare his next move in the coming few days. He was slated to meet the PM on the issue tonight.

*St-1 Regional Problem*  
The Congress central leadership sought to send out a signal that the matter will be resolved "amicably". "The leadership of the Congress and TRS are in touch, the Union defence minister, Mr Pranab Mukherjee, has spoken to Mr Chandrasekhar Rao," said the AICC spokesman, Mr Anand Sharma.

The AICC general secretary in charge of AP affairs, Mr Digvijay Singh said the Congress would like the TRS to "reconsider" today's move. "The Andhra chief minister, Mr YS Rajshekhar Reddy, has conveyed the party's wish to the governor not to accept the resignation of five TRS ministers."

05 JUL 2005 THE STATESMAN



# Asok raps Cong over Ghisingh

Statesman News Service

KOLKATA, July 4. — State municipal affairs minister and Siliguri MLA, Mr Asok Bhattacharya, today accused the Congress' district leadership of trying to gain political mileage out of Mr Subash Ghisingh's latest demand to include Siliguri and the Dooars within the territorial jurisdiction of the Darjeeling Gorkha Hill Council.

"They are trying to fish in troubled waters," he observed at Writers' this afternoon. He, however, expressed satisfaction at the "positive attitude" shown by the Centre and referred to media reports stating the Union minister from north Bengal, Mr Priya Ranjan Das Munshi's disagreement with Mr Ghisingh's demand.

Rejecting the demand outright, Mr Bhattacharya said: "We have accepted several of his demands in the past. The question of accepting this one does not arise." Mr Bhattacharya said he was "hopeful" about the hill council polls taking place in September this year.

0 5 198 2005

THE STATESMAN

# 5 ministers desert YSR

## Demand for Telangana state rocks Andhra, UPA goyts

ASHOK Das  
Hyderabad, July 4

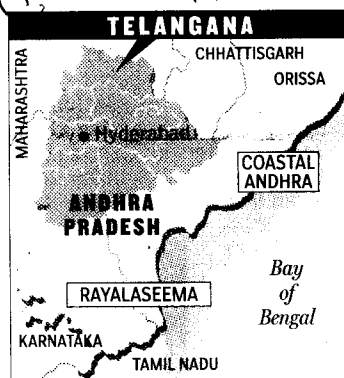
*Personal problem (Telangana) Hrf*

THE ISSUE of a separate Telangana state reached boiling point on Monday when five of the six Telangana Rashtra Samithi (TRS) ministers quit Y.S.R. Reddy's Congress-led coalition government in Andhra Pradesh to protest the state's continuing "anti-Telangana" stance.

The only exception was Santosh Reddy, who rebelled against the party decision and refused to resign as minister. He said he would quit the state Cabinet only if party chief Chandrashekhara Rao stepped down as labour minister at the Centre.

The party also threatened to pull out of the UPA government if it failed to receive a "satisfactory" response on the issue. "We will decide whether or not to stay in the UPA after meeting the Prime Minister and UPA chairperson Sonia Gandhi," TRS chief and labour minister K. Chandrasekhara Rao said.

Prime Minister Manmohan Singh, already under pressure from the Left, responded promptly. He formed a crisis management group headed by defence minister Pranab Mukherjee to deal with the TRS grievances. Manmohan also met Rao and assured him that he would ask for the early submission of a report. Pranab, too, called up Rao and assured him that the issue would be dealt with soon.



But Rao stuck to his position that the TRS ministers would not rejoin the Y.S.R. government, saying it was pursuing "anti-people" policies and resorting to fake encounters. The latest provocation was the killing in an "encounter" of a top Naxalite leader sympathetic to the Telangana cause.

The TRS's main grievance, however, is the dithering by the Congress leadership over statehood. Rao said the process of creating a new state needed to be hastened. He claimed that 26 parties, including 13 UPA allies, were backing his cause.

Four ministers — G. Vijayarama Rao, T. Harish Rao, A. Chandrasekhar and V. Lakshminantha Rao — personally handed over their resignation letters to Governor Sushil Kumar Shinde. The fifth, minister, Nayini Narasimha Reddy, is away in the United States and faxed his resignation to Raj Bhavan in Hyderabad.

# ভোটে ঘিসিংকে রাজি করানোই এখন বুদ্ধের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ

9- Regional Probe ১০ম - ১

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি ও কলকাতা: পাহাড়ে ভোট এড়াতেই ফের নতুন ফ্যাকড়া তুলেছেন সুবাস ঘিসিং। রাজ্যের শাসক দল সি পি এমের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের এই ব্যাপারে এতটুকুও সংশয় নেই। জি এন এল এফ সূত্রে স্বীকার করা হয়েছে, ষষ্ঠ তফসিলের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়ে সেপ্টেম্বরে পাহাড়ে পরিষদের ভোট করতে চাপ দিতে চাইছে রাজ্য। তা আঁচ করেই পরিষদের আওতায় শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের নেপালি অধ্যুষিত কিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার বাহানা তুলে আগেভাগেই রাজ্যকে চাপে রাখতে চাইছেন ঘিসিং।

অন্য দিকে, ঘিসিংয়ের তৈরি করা এই 'চাপ' সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রাজ্য সরকারের শীর্ষ কর্তারা। সোমবার দার্জিলিং পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ব-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদ রায়। মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব দিল্লি বৈঠকের সবিস্তার রিপোর্ট দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। ঘিসিং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে কলকাতায় আসতে চান। সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই মহাকরণে আলোচনায় বসবেন দু'জনে।

সেপ্টেম্বরে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের প্রস্তাবিত নির্বাচন প্রসঙ্গ নিয়ে এ দিনের বৈঠকে আলোচনা হলেও সরকার যে সংশয়ে আছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে অশোকবাবুর কথায়। সেপ্টেম্বরে পরিষদের তদারকি প্রশাসক হিসাবে ঘিসিংয়ের ছ'মাসের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এ-পর্বন্ত আইনে নির্বাচন ছাড়া আর কোনও

পথই খোলা নেই। তা সত্ত্বেও এ দিনের বৈঠক শেষে অশোকবাবু বলেন, "নির্বাচনের বিষয়ে আমরা আশাবাদী।" নির্বাচন নিয়ে অশোকবাবুরা নিশ্চিত নন। তবে শিলিগুড়ির অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ঘিসিংয়ের দাবিকে সরকারও বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। অশোকবাবুর বক্তব্য, ঘিসিংয়ের সঙ্গে আলোচনায় শিলিগুড়ি প্রসঙ্গ থাকবে না। থাকতে পারে না।

দিল্লির বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্য ষষ্ঠ তফসিলের ব্যাপারে আলোচনায় রাজি হলেও তা কবে বাস্তবায়িত হবে, সেটা স্পষ্ট নয়। 'আলোচনা শেষ হতে কত দিন লাগবে, তা বলতে পারব না' বলে মন্তব্য করেছেন খোদ জি এন এল এফ সূত্রিমোহী। অর্থাৎ সে-দিক থেকে দেখলে এই মুহূর্তে ভোট হলে পাহাড়বাসীর সামনে কার্যত খালি হাতেই (বিরোধীদের কথায়, শুধু পেনসিল হাতেই) দাঁড়াতে হবে জি এন এল এফ নেতৃত্বকে। সে-ক্ষেত্রে পাহাড়বাসী ঘিসিংয়ের পক্ষে আগের মতোই দাঁড়বেন কি না, সেই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নন জি এন এল এফ নেতৃত্বও।

দিল্লি থেকে ফেরার পরে সোমবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে ঘিসিং প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠক করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে ঘিসিং জানিয়ে দেন, আগামী সপ্তাহে কলকাতায় গিয়ে পার্বত্য পরিষদের ভৌগোলিক পরিধি বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করবেন। পাশাপাশি, ঘিসিংয়ের অনুগামীদের অনেকেই স্বীকার করেছেন, যে-চুক্তির ভিত্তিতে পার্বত্য পরিষদ গঠিত হয়েছে, সেখানে পাহাড়ের তিনটি মহকুমা ছাড়াও অন্য কিছু এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা আছে। শিলিগুড়ি কিংবা

ডুয়ার্সের কোনও এলাকা পরিষদে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন অতীতেও তোলেনি জি এন এল এফ।

ঘিসিংয়ের এ বারের ফ্যাকড়ায় উদ্বিগ্ন দার্জিলিং জেলা সি পি এম নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িকে পার্বত্য পরিষদে জুড়ে দেওয়ার প্রক্ষেপে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে দলীয় সমর্থকদের বোঝাতে জেলা নেতৃত্ব হিমশিম খাচ্ছেন। অস্থির রাজ্যের দুই প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল এবং কংগ্রেসের রাজ্য নেতারাও। পার্বত্য পরিষদের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও ঘিসিংয়ের লাগাতার দাবিতে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতৃত্ব। অতীশ সিংহ, প্রদীপ ভট্টাচার্যদের দাবি, নির্বাচন যাতে যথাসময়ে হয়, রাজ্য সরকারকে তা দেখতে হবে।

অন্য দিকে, তৃণমূলের পরিষদীয় দলের নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতির জন্য সরকারি নীতিকেই দায়ী করেছেন।

তবে শিলিগুড়ির ১৪টি মৌজা যে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা, ১৯৮৮ সালের চুক্তিতেই তা আছে বলে স্বীকার করে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনাও হয়। অশোকবাবুর বক্তব্য, "ওই মৌজাগুলি কী ভাবে এবং কত দ্রুত পরিষদকে হস্তান্তর করা যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।" মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঘিসিংয়ের আগামী বৈঠকে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। সেপ্টেম্বরের আগেই ওই মৌজাগুলি হস্তান্তর করে পাহাড়ের অনুগামীদের কাছে ঘিসিংয়ের মুখরক্ষা করা হবে, বিনিময়ে রাজ্য চাইবে নির্বাচনে তাঁর সহযোগিতা। আপাতত ঘিসিংকে নির্বাচনে রাজি করানোর চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর সামনে।

05 JUL 2011

ANADABAZAR PATRIKA

# সেপ্টেম্বরে ভোট নয় পাহাড়ে, কার্যত জানিয়ে দিলেন ঘিসিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘোষণা করলেও আগামী সেপ্টেম্বরে দার্জিলিং পাহাড়ে পার্বত্য পরিষদের ভোট যে হচ্ছে না, তা কার্যত জানিয়ে দিলেন সুবাস ঘিসিং।

রবিবার দিল্লি থেকে দার্জিলিং ফেরার পথে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে ঘিসিং বলেন, “ষষ্ঠ তফসিলের দাবি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই মেনে নিয়েছে। কিন্তু পাহাড়কে ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে আনা হলেও তার ভৌগোলিক পরিধি কী হবে, তা ঠিক করতে হবে। খুব শীঘ্রই কলকাতায় গিয়ে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করব। যেখানে পার্বত্য পরিষদের বিকল্প গড়া নিয়ে আলোচনা চলছে, সেখানে ভোটটা গৌণ ব্যাপার। তা নিয়ে এখন কিছু ভাবছি না।”

এ দিকে, রাজ্যের মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব রবিবার কলকাতায় বলেন, “পাহাড়ের ভোট নিয়ে দিল্লিতে কোনও আলোচনাই হয়নি।”

দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট অবশ্য মনে করছে, পার্বত্য পরিষদের ভৌগোলিক পরিধি নিয়ে নতুন করে আলোচনার কোনও জায়গা নেই। জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৯৮৮ সালে যে-চুক্তির ভিত্তিতে গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠিত হয়, তাতেই ভৌগোলিক পরিধি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। ভৌগোলিক পরিধি নিয়ে তাই নতুন করে আলোচনার

অবকাশ নেই। তবে পরিষদ যাতে শক্তিশালী হয়, সেই ব্যাপারে আলোচনার পথ খোলা আছে বলে জেলা বামফ্রন্ট জানিয়েছে।

২০০৪ সালে পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ ফুরিয়েছে। দু'দফায় পরিষদের মেয়াদ বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। বিধি অনুযায়ী, দু'বারের বেশি পরিষদের মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব নয়। সেই জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করে দেয় সরকার। কিন্তু ঘিসিং বেকে বসেন। পরিষদের বিকল্প গড়ার প্রক্ষেপে আন্দোলনে নামার ছমকি দেন তিনি। কয়েক দফায় বৈঠক করে ও ফোনে কথা বলার পরে ঘিসিংকে শাস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষ পর্যন্ত ঘিসিংকেই কেয়ারটেকার চেয়ারম্যান ঘোষণা করে সরকার।

পাশাপাশি, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রক্ষে ৩৭১ নম্বর ধারায় তা দেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তাব দেয় রাজ্য। তাতে রাজি হননি জি এন এল এফ সুপ্রিমো। তিনি দাবি তোলেন, পাহাড়কে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গোটা পাহাড়ের বাসিন্দাদের আদিবাসী ও উপজাতি সংস্কৃতি প্রমাণ করতে ঘরে ঘরে বাঁদর পূজা, শিলাপূজার পরামর্শ দেন। সেই পূজোর দৃশ্য সংবলিত সিডি পাঠিয়ে দেন দিল্লিতে। গত শুক্রবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ঘিসিংয়ের দাবি মেনে ষষ্ঠ তফসিলের প্রসঙ্গে নীতিগত ভাবে রাজি হওয়ার কথা

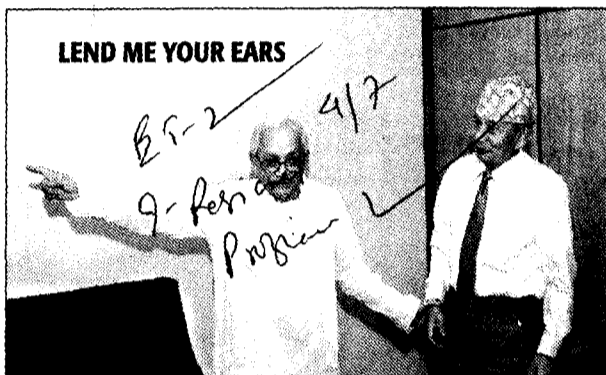
জানিয়ে দেয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই।

সেই বৈঠকের পরে স্বশাসনের পথে এক ধাপ এগিয়েছেন পাহাড়ের শীর্ষ নেতা। কিন্তু ষষ্ঠ তফসিলে পাহাড়কে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বাস্তবায়িত না-হওয়া পর্যন্ত তিনি যে স্বস্তি পাবেন না, তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন। ঘিসিং জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য তাঁর দাবিতে সহমত হয়ে পাহাড়বাসীর দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। পাশাপাশি, কেন্দ্রের তরফে পরিষদের ভৌগোলিক পরিধি নির্ধারণের বিষয়টি ঘিসিং ও রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অনুগামীদের মাধ্যমে ঘিসিং দাবি তুলেছেন, শিলিগুড়ি-সহ গোটা দার্জিলিং জেলাকে পার্বত্য পরিষদের আওতায় আনতে হবে। আপার ডুয়ার্সের কিছুটা অংশও পরিষদে আনার দাবি তুলেছে জি এন এল এফের একটি মহল।

দলীয় মহলে দাবি উঠলেও শেষ পর্যন্ত বাস্তবে কতটা কী হবে, তা আঁচ করতে পারছেন না জি এন এল এফ নেতৃত্ব। সেই জন্যই এ দিন বিমানবন্দর থেকে দার্জিলিং রওনা হওয়ার মুখে ঘিসিং বলেন, “আগামী দিনে পরিষদের আওতায় কোন এলাকা থাকবে, তার ক্ষমতা কী হবে, সেই ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট কিছু দাবি রয়েছে। তা নিয়েই কলকাতায় আলোচনা হবে। আশা করি, রাজ্য সরকার আমাদের দাবির যুক্তি বুঝতে পারবে।”

ANADABAZAR PATIK

# Schedule VI status for DGHC may not cool hill tempers



Debasis Sarkar

BAGDOGRA, SUKNA 3 JULY

**I**T seems the Centre and the states' 'in-principle' agreement to include Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) under Schedule VI of the Constitution may not be able to stabilise the political turmoil existing in the hills since the eighties.

Subash Ghisingh had demanded inclusion of DGHC under Schedule VI. The Centre has given its approval to providing constitutional recognition to the DGHC under Schedule VI "if West Bengal does not object". This happened during the last tripartite meeting between the Centre, state and Mr Ghisingh on July 1 in Delhi.

Schedule VI was meant for the tribal areas of the North East. Already seven local councils, having tribal majority there, have been recognised under the Schedule. The Schedule guarantees specific benefits including power to enact law, govern education, health, forest, etc to the local councils. However, the state governor remains the final authority for all laws framed by

councils.

In the hills of Darjeeling, tribals do not form the majority of the total populace. Hence it would require a constitutional amendment to get DGHC included under Schedule VI.

However, state urban development minister Ashok Bhattacharya said: "We don't have any objection as it would bring peace to hold DGHC elections, which are already overdue, in September as Mr Ghisingh has committed."

On his way back to Darjeeling, while hinting of a new tussle, Mr Ghisingh said: "The question of elections does not arise now as we are in the process of finalising issues related to Schedule VI." On the other hand, Mr Ghisingh demanded the entire Darjeeling district, including Siliguri and several other tribal areas of Dooars, be brought under the council.

"The state government would never allow that," Mr Bhattacharya said. "The chief minister will sit with the other ministers to analyse the situation on July 4, where the views of the state will take final shape," Mr Bhattacharya said.



# Govt yields but he wants more

HT Correspondents  
Darjeeling/Kolkata, July 1

*Regional Problem 11/21/27*

AT THE end of the Delhi talks, the maverick leader from the Darjeeling Hills had the last laugh. The state and the Centre agreed in principle to Subash Ghisingh demand for inclusion of the DGHC region in the Sixth Schedule of the Constitution.

Yet Ghisingh refused to commit himself to holding elections in the region. The GNLf chief told the state and the Centre that he was not satisfied: he wanted the entire district, including Siliguri, incorporated in the sixth schedule.

"Polls are a secondary step. First we must take care of the territory and its status," Ghisingh told senior state government and Union home ministry officials. He rejected the offer of invoking Article 371 but agreed on having the DGHC in the Sixth Schedule.



Subash Ghisingh

The Sixth Schedule, which entitles a region to special powers, is in force in certain tribal areas in some north-eastern states.

"Ghisingh has expressed happiness over the outcome of the meeting. But he has further demands," GNLf MLA Shanta Chhetri said. There will soon be another tripartite meeting, this time to be attended by chief minister Buddhadeb Bhattacharjee.

Though Ghisingh appeared to be holding the government to ransom, his party found no cause for celebration. "There will be no jubilation unless all demands of our chief are met. If the government fails to comply, Darjeeling will again see fiery days," a GNLf leader said.

CPRM leader D.S. Bomzan hailed Ghisingh's stubborn stand. "The state government should have no problems incorporating Siliguri. The demand for autonomy is more than 20 years old. The state should not only incorporate Siliguri but also parts of Dooars where the Nepali language is spoken by the majority."

The All India Gorkha League was unimpressed by Ghisingh's pressure tactics. "Ghisingh and the state government are just fooling the public. The UPA government does not have the wherewithal to amend the Constitution," said party chief Madan Tamang.

# ষষ্ঠ তফসিল

## নিয়ে সম্মতি

### নীতিগত

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: গোষ্ঠী পার্শ্বত্যা পরিষদ এলাকাকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি 'নীতিগত ভাবে মেনে নিয়ে' এক নতুন চাল দিল কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

আজ দেড় ঘণ্টা ব্যাপী ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এই দাবি মেনে নিয়ে এক দিকে সুবাস ঘিসিংয়ের মন ও মানরক্ষা করা হল। অন্য দিকে, বলা হয়েছে, ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরিষদের এজিয়ারে কতটা এলাকা থাকবে, তা ঘিসিংয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করবে রাজ্য। রশি হাতে থাকবে রাজ্যের। তা ছাড়া এই প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতেও দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। ষষ্ঠ তফসিলে গোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। যা এক মাত্র সংসদের মাধ্যমেই করা যাবে, যদি এই বিষয়ে বামদেদের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। কাজেই এই সিদ্ধান্ত এখনই কার্যকর করার সম্ভাবনা না থাকায় আপাতত ঘিসিংয়ের মুখ বন্ধ রেখে বেশ কিছুটা সময় কিনল কেন্দ্র-রাজ্য। পাহাড়ে আগুন জ্বালানোর যে ডাক দিয়ে বছরের গোড়ায় দিল্লিতে দরবার শুরু করেন ঘিসিং, অন্তত বিধানসভা ভোট পর্যন্ত তাতে যথেষ্ট জল ঢালা রইল। কালই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব মহাকরণে জানিয়েছিলেন, দেশের বিশেষ জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকাকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারই তা করতে পারে।

তবে এটা স্পষ্ট, এই সিদ্ধান্তের জেরে সেপ্টেম্বরে পাহাড়ে ভোটের সম্ভাবনা আরও কমেই গেল। রাজ্য যদিও সে কথা আজ সরকারি ভাবে স্বীকার করছে না, কিন্তু ঘিসিং এখন ষষ্ঠ তফসিল দেখিয়ে ভোটটা ক্রমশ পিছিয়ে দেবেন, সে কথাও আজ

জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বৈঠকের পর ঘিসিং বলেন, "আমি খুশি। দীর্ঘ দিনের দাবি



মানা হয়েছে।" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব ডি কে দুগ্গলের বক্তব্য, "সংবিধানের ৩৭১ নম্বর ধারা অনুযায়ী পরিষদকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়ার কথা গত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ওঠে। তাতে ঘিসিং আপত্তি জানান। আলোচনায় স্থির হয় ষষ্ঠ তফসিলে পরিষদের এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।" তিনি তখনই জানান, পরিষদের এজিয়ারে কতটা জমি থাকবে তা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করবেন ঘিসিং। পরে ফের দিল্লিতে বৈঠক হবে।

রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেবের বক্তব্য, "নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। ষষ্ঠ তফসিলে গোষ্ঠী পার্শ্বত্যা পরিষদকে কী ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সে ব্যাপারে সব রকম সম্ভাবনা আমরা খতিয়ে দেখছি।" পরে তিনি জানান, এটি একটি দীর্ঘ পদ্ধতি। সংসদ অধিবেশনে পাশ করাতে তো হবেই। তার আগে বসে স্থির করতে হবে পরিষদকে কতটা এলাকা দেওয়া যায়। তিনি বলেন, এক একটি এলাকার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেখতে হবে কতটা ক্ষমতা দেওয়া যায়।" রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সংশোধন হলে আইনগত ও বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাবে পরিষদ।

আজকের বৈঠকের পরে ঘিসিং শিবির অবশ্য খুশিই। পার্শ্বত্যা পরিষদের চিফ প্রোটোকল অফিসার মেজর ডি এন কৌশল বৈঠক থেকে বেরিয়ে বললেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে যা চেয়ে এসেছিলাম তাই হয়েছে। এ বার অর্থনৈতিক, বিচারবিভাগীয়, আইন বিভাগীয় এবং কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অনেকটা বাড়বে।" তবে এই গোটা প্রক্রিয়াতে কতটা সময় লাগবে, সে সম্পর্কে কোনও সময়সীমা কেন্দ্র, রাজ্য অথবা ঘিসিং কেউই দিতে পারেননি। ঘিসিং তো বলেই ফেললেন, "কত সময় লাগবে তা ভগবানও বলতে পারবে না!"

02 JUL 2006

ANADABAZAR PATRIKA



# পাহাড়ে ষষ্ঠ তফসিল কেন্দ্র চাইলে রাজ্য রাজি

আজকালের প্রতিবেদন : কেন্দ্র চাইলে দার্জিলিঙে ষষ্ঠ তফসিল কার্যকর করতে আপত্তি নেই রাজ্যের। বৃহস্পতিবার দায়িত্ব নিয়েই সাংবাদিকদের এ কথা জানালেন রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব। শুক্রবার দিল্লিতে পাহাড় নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। রাজ্যের পক্ষে এই বৈঠকে যোগ দেবেন মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব ছাড়াও নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদ রায়। থাকবেন জি এন এল এফ প্রধান সুভাষ খিসিংও। অমিতকিরণ দেবের আশা, এই বৈঠকেই মিলতে পারে সমাধান সূত্র। পাহাড় নিয়ে রাজ্যের দাবি, সংবিধানের ৩৭১ ধারা মেনেই হোক পাহাড়ে গোর্খা পার্বত্য পর্ষদের পরিকাঠামো। অন্যদিকে জি এন এল এফের দাবি, সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হোক পার্বত্য পর্ষদকে। ১৯৭১ সালের সংশোধিত উপজাতি আইনে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় রয়েছে ৪ রাজ্য: ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় ও মিজোরাম। সংবিধানের এই সংশোধন অনুযায়ী, ষষ্ঠ তফসিলের আওতাধীন রাজ্য বিশেষ প্রশাসনিক ক্ষমতার

অধিকারী। ৩০ সদস্যের একটি কাউন্সিল নিয়ন্ত্রণ করে ওই রাজ্যের প্রশাসন। কাউন্সিলের শীর্ষে থাকেন রাজ্যপাল। কোনও বিশেষ অঞ্চল এই তফসিলের আওতায় এলে রাজ্যের সমতুল্য ক্ষমতা অর্জন করে। ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় এলে বাড়তি বিশেষ কিছু সুবিধা পাবে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পর্ষদ। বাড়বে আর্থিক বরাদ্দ। পাহাড়ের উন্নয়নে। তৈরি হবে সংবিধানসিদ্ধ বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি আদিবাসী প্রথায় যে কোনও সমস্যার বিচার করার সুযোগ। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতাও আসবে পর্ষদের হাতে। আদিবাসী অধুষিত এলাকা চিহ্নিত হওয়ায় দার্জিলিঙের শিশুরা পড়াশোনা এবং যুবক-যুবতীরা চাকরিতে বাড়তি সুবিধা পাবেন। এরই পাশাপাশি সুভাষ খিসিং বাড়তি দাবি করেছেন, ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় এসে আসামের বরো কাউন্সিলের ধাঁচে ক্ষমতা। সেটা পেলে পাহাড়ে পুলিশি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণও চলে যেতে পারবে পার্বত্য পর্ষদের ধাঁচে। রাজ্য পুলিশের প্রভাব সেখানে

এরপর ২ পাতার পর

## ১ পাতার পর ষষ্ঠ তফসিল

খাটবে না। একসঙ্গে শিলিগুড়িও পর্ষদের আওতায় আনতে চেয়েছেন খিসিং। শুক্রবার বৈঠক। পাহাড়ে স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্তি চেয়ে। সেখানেই ঠিক হতে পারে পাহাড়ের ভবিষ্যৎ। আগামী সেপ্টেম্বরে পাহাড়ে নির্বাচন। ষষ্ঠ তফসিল কার্যকর হলে বা হওয়ার সম্মতি মিললে সন্দেহ নেই ভোটের হাওয়া ঝুঁকবে খিসিংয়ের পালে। এদিকে নতুন মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব কার্যভার গ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন। বললেন, কর্মসংস্কৃতির উন্নতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'ডু ইট নাও' কার্যকর হয়েছে। সেভাবেই প্রশাসন কাজ করছে। নিরপেক্ষ প্রশাসন, স্বচ্ছ পরিষ্কারভাবে যাচ্ছে চলে। সেদিকে বিশেষ নজর দেব। এখন কাজ হল, রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প চলছে, সঠিক রূপায়ণের ওপর জোর দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নানা পরিকল্পনার কাজ যাতে দ্রুত হয়, সেদিকে বিশেষ নজর থাকবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল। জঙ্গি মোকাবিলায় বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ভোটের প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। মুখ্যসচিব বলেন, ভোটের সময় প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। কলকাতা পুরসভায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে।